হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

গবেষণা সিরিজ-৪৩

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-7639-2

প্রকাশকাল
মে ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	খাদ্য উপাদানের শ্রেণিবিভাগ	২৪
৬	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান	২৫
৭	বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের উৎস	২৬
৮	বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের শক্তি	
৯	বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মানুসারী এবং নাস্তিকদের নিষিদ্ধ ও বৈধ খাদ্য তালিকা	২৭
১০	বর্তমান বিশ্বের মানুষের খাদ্য তালিকা পর্যালোচনা করে সার্বিকভাবে যে তথ্য পাওয়া যায়	২৯
১১	মুসলিমদের হালাল খাদ্য তালিকা সবচেয়ে ছোটো হওয়ার কারণের সঠিকত্ব যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা	৩০
১২	হারাম খাদ্য সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহর সরাসরি বলা বক্তব্য	৩৫
১৩	হালাল খাদ্য সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহর সরাসরি বলা বক্তব্য	৪৩
১৪	হারাম ও হালাল খাদ্য সম্পর্কে কুরআনে উল্লিখিত রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলানো বক্তব্য	৫১
১৫	কুরআনে আল্লাহর সরাসরি বলা ও রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলানো বক্তব্যের ভিত্তিতে হারাম ও হালাল খাদ্যের চূড়ান্ত তালিকা	৫৬
১৬	হালাল খাদ্য নিজেরা হারাম বানিয়ে না খাওয়ার গুনাহ সম্পর্কে কুরআন	৫৭

১৭	খাদ্য সম্পর্কে কুরআনের সাথে সংগতিশীল হাদীস	৫৮
১৮	খাদ্য সম্পর্কে কুরআনের বিপরীত হাদীস	৭৩
১৯	হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকার সমস্যা	৭৮
২০	হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বক্তব্য	৭৯
২১	হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকার সমস্যার সহজ সমাধান	৯০
২২	শেষ কথা	৯১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

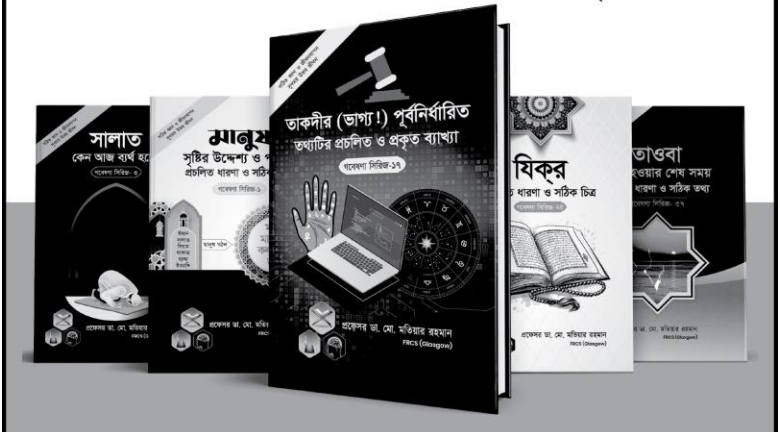

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

মানুষের জীবনের ৫টি মৌলিক চাহিদার একটি হলো খাদ্য। বর্তমান বিশ্বের মানুষের খাদ্য তালিকার মধ্যে মুসলিম জাতির খাদ্য তালিকা সবচেয়ে ছোটো। অন্যকথায় ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের নিষিদ্ধ (হারাম) খাদ্য তালিকা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের নিষিদ্ধ খাদ্য তালিকা থেকে অনেক বড়ো। মুসলিমদের খাদ্য তালিকা সবচেয়ে ছোটো হওয়ার প্রধান কারণ হলো আমিষ (Protein) জাতীয় খাদ্য অধিক সংখ্যায় নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া। আমিষ মানবশরীরের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান। কারণ, এটি শরীরের কার্যকরী একক (Functional unit) কোষ (Cell) তৈরির জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন হয়। আল কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে এ তালিকা হয়ে থাকলে সকল মুসলিমকে এটি অবশ্যই মানতে হবে। আর কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের সরাসরি তথ্য যদি মুসলিমদের প্রচলিত নিষিদ্ধ খাদ্যের সংখ্যাকে সমর্থন না করে তবে এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়। অত্র বইটিতে শুধু হারাম ও হালাল খাদ্যের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে থাকা তথ্যসমূহ জাতির সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্যসমূহ জানতে পারলে যেকোনো আকল/Common sense/ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির বিষয়টিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন হবে বলে মনে হয় না। আর যারা ইসলামী বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অবস্থানে আছেন, তথ্যসমূহ তাদের দায়িত্ববোধকে জাগিয়ে দেবে বলে আমরা আশা রাখি।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ- ৪২)' নামক বইটিতে। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

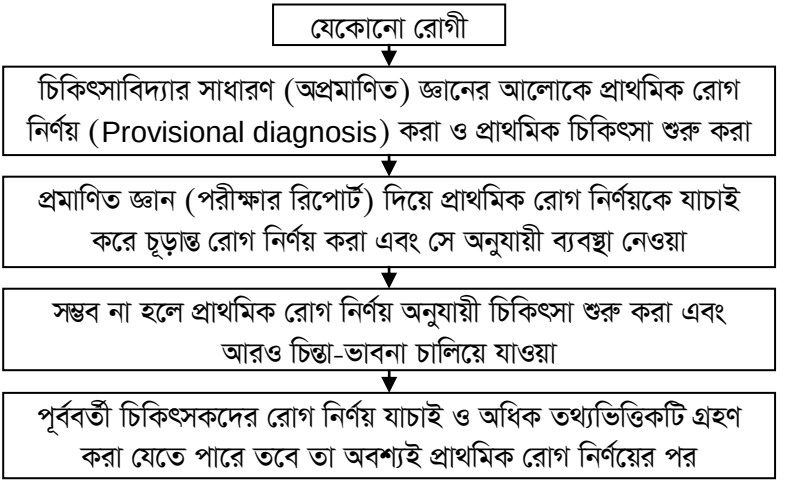

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

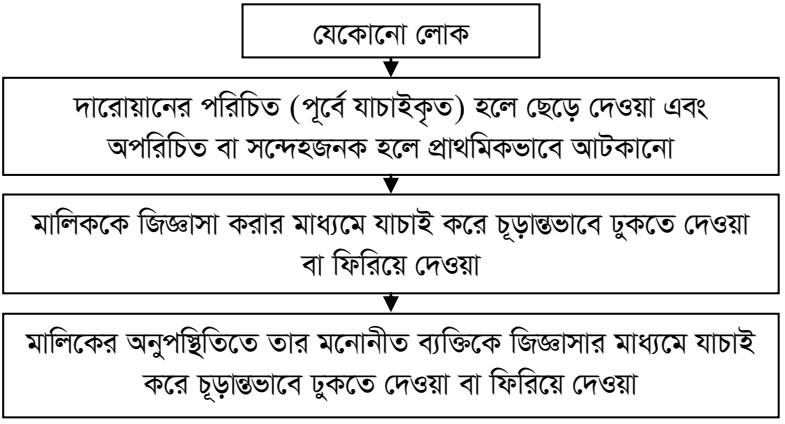

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

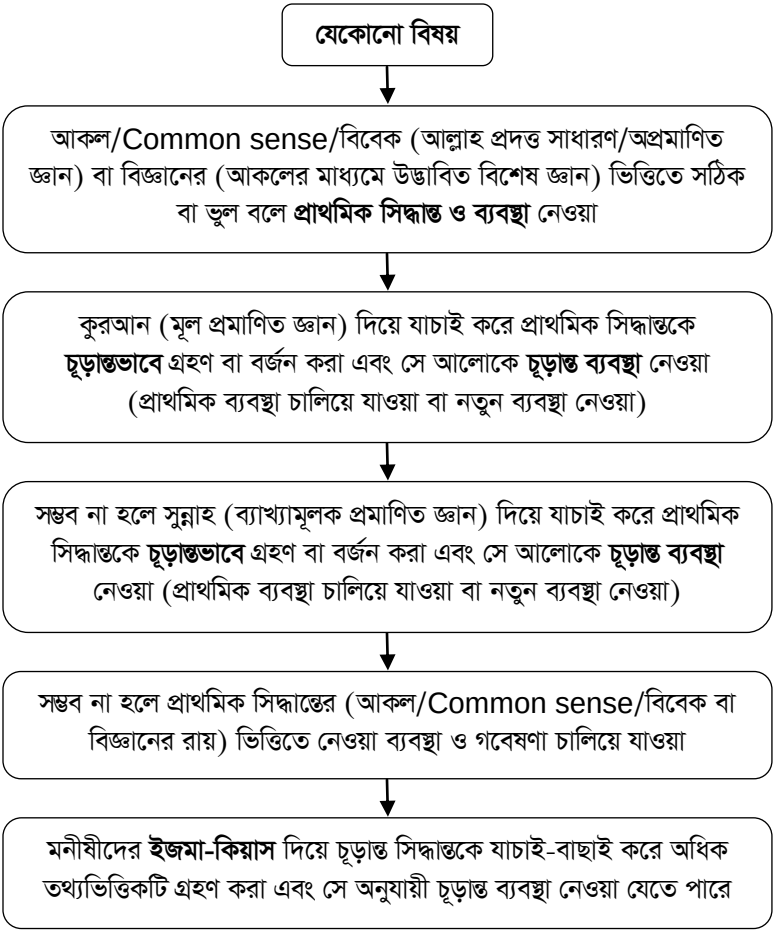

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common

sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ..... ط

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

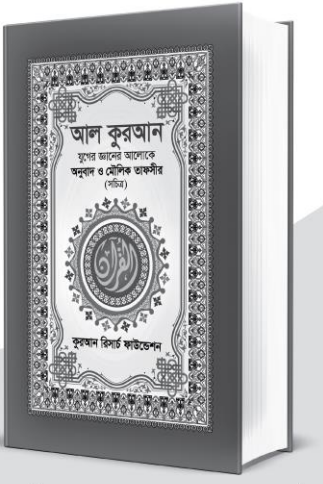

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

সাধারণভাবে বলা হয় মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা হলো ৫টি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। অন্যদিকে সর্বশেষ আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ কুরআনে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়ের মধ্যে খাদ্যের কথা থাকলেও শিক্ষা বা জ্ঞানকে প্রথমস্থান দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বের মানুষের খাদ্য তালিকা পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন ধর্মীয় জাতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। আবার এটিও সহজে চোখে পড়ে যে, মুসলিম জাতির খাদ্য তালিকা সবচেয়ে ছোটো। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের নিষিদ্ধ (হারাম) খাদ্য তালিকা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের নিষিদ্ধ খাদ্য তালিকা থেকে অনেক বড়ো। আল কুরআন বা নির্ভুল হাদীসে যদি মুসলিম জাতির বর্তমান খাদ্য তালিকার পক্ষে সরাসরি তথ্য থেকে থাকে তবে সকল মুসলিমকে প্রচলিত খাদ্য তালিকা অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হবে। আর যদি তা না থাকে তবে অবশ্যই আজকের মুসলিম বিশ্বকে খাদ্য তালিকার দিকে আবার দৃষ্টি দিতে হবে এবং সঠিক খাদ্য তালিকা কী হবে তা জাতিকে জানাতে হবে। তাই কুরআন ও হাদীসে থাকা হারাম ও হালাল খাদ্য বিষয়ক তথ্যসমূহ মুসলিম জাতির সামনে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে বইটি রচনায় হাত দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

খাদ্য উপাদানের শ্রেণিবিভাগ

খাদ্য উপাদান প্রাথমিকভাবে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. শক্ত খাদ্য (Solid food)
২. তরল খাদ্য (Liquid food)

শক্ত খাদ্য উপাদানের শ্রেণিবিভাগ–

১. আমিষ (Protien)
২. চর্বি (Fat)
৩. শর্করা (Carbrohydrate)
৪. ভিটামিন (Vitamin)
৫. লবণ (Electrolyte)

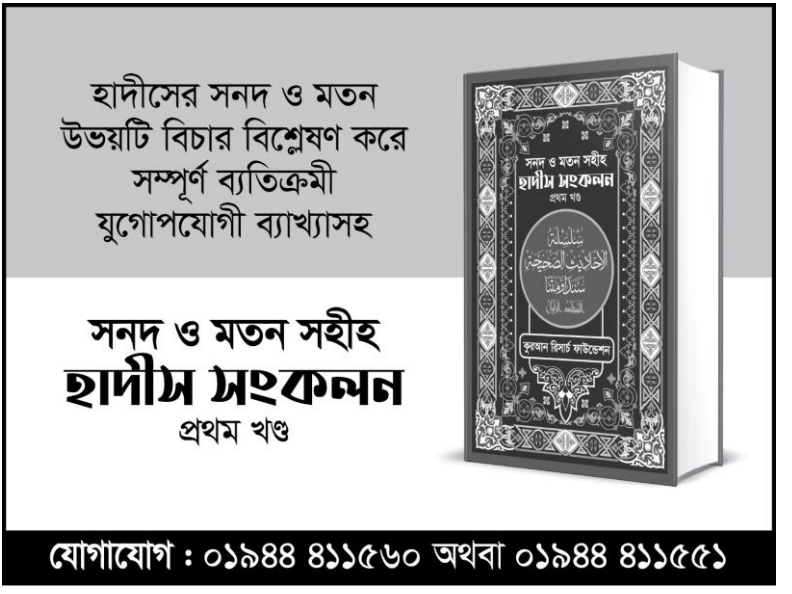

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান হলো আমিষ (Protien)। কারণ, এ উপাদানটি মানবশরীরের কার্যকরী একক (Functional unit) কোষ (Cell) তৈরি হওয়ার প্রধান উপাদান। আমিষের অভাবে মানবশরীরে যা ঘটে–

১. শরীরের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
২. শরীরের শক্তি ও ওজন কমে যায়।
৩. শরীরে ক্ষয় পূরণ ক্ষমতা দুর্বল হয়।
৪. গর্ভবতী মা ও শিশুর বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়।
৫. বুদ্ধির বিকাশ কম হয়।
৬. রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
৭. যৌনশক্তি কমে যায়।
৮. বিভিন্ন হরমোনাল ব্যালেন্স নষ্ট হওয়ায় নানা জটিলতা শুরু হয়।
৯. ইত্যাদি।

বিভিন্ন গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলিম দেশগুলোতে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ অধিক দেখা যায়। এর কারণ, মুসলমানদের খাদ্য তালিকায় আমিষ খাদ্য উপাদান কম।

বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের উৎস

আমিষ (Protien)

- **প্রধান উৎস :** সকল ধরনের স্থলচর ও জলজ প্রাণী, ডিম, দুধ।
- **অন্য উৎস :** ডাল, বাদাম, ফল, শাকসবজি।

চর্বি (Fat)

- **প্রধান উৎস :** সকল ধরনের স্থলচর ও জলজ প্রাণীর শরীরে থাকা চর্বি এবং ডিম ও দুধে থাকা তেল।
- **অন্য উৎস :** বিভিন্ন ধরনের শস্যদানার তেল।

শর্করা (Carbrohydrate)

- **প্রধান উৎস :** আটা, ময়দা, চাল, চিনি ইত্যাদি।
- **অন্য উৎস :** বিভিন্ন মিষ্টি ফল (কলা, আম, কাঠাল, লিচু ইত্যাদি)।

বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের শক্তি

আমাদের শরীর স্বচল রাখা এবং শারীরিক ও মানসিক সকল কাজ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তি আসে খাদ্য উপাদান থেকে। শরীরের কোষের ভেতরে খাদ্য উপাদান থেকে শক্তি তৈরি হয়।

বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদানের ১ গ্রামে শক্তির মাত্রা–

- আমিষ (Protien) : ৪.৫ কিলো ক্যালোরি
- চর্বি (Fat) : ৯ কিলো ক্যালোরি
- শর্করা (Carbrohydrate) : ৪.৫ কিলো ক্যালোরি
- ভিটামিন (Vitamin) : শক্তি নেই
- লবণ (Electrolyte) : শক্তি নেই।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মানুসারী এবং নাস্তিকদের নিষিদ্ধ ও বৈধ খাদ্য তালিকা

পৃথিবীতে অসংখ্য ধরনের জীবজন্তু, পাখি ও মাছ এবং অসংখ্য ধরনের ফসলি খাদ্য (আটা, ময়দা, চাল ইত্যাদি), শাকসবজি ও ফল আছে। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং সংশয়বাদী (নাস্তিক) মানুষের খাদ্য তালিকা পর্যালোচনা করলে নিষিদ্ধ ও বৈধ খাদ্য তালিকা সম্পর্কে যে চিত্র সহজে জানা যায় তা হলো–

১. মুসলিম জাতি

ক. নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় তালিকা

- শুকরসহ অধিকাংশ স্থলচর প্রাণী।
- অনেক ধরনের জলজ প্রাণী।
- নেশা সৃষ্টিকারী পানীয়।

খ. বৈধ খাদ্য তালিকা

- গরু, ছাগল, উট, ভেড়া ইত্যাদি ধরনের কিছু স্থলচর প্রাণী।
- অনেক ধরনের জলজ প্রাণী।
- নেশা সৃষ্টিকারী ছাড়া সকল পানীয়।

২. হিন্দু জাতি

ক. নিষিদ্ধ খাদ্য তালিকা

- গরুসহ অনেক স্থলচর প্রাণী।
- অল্প কিছু ধরনের জলজ প্রাণী।

খ. বৈধ খাদ্য ও পানীয় তালিকা

- ছাগল, উট, ভেড়া ইত্যাদি ধরনের কিছু স্থলচর প্রাণী।
- অনেক ধরনের জলজ প্রাণী।
- নেশা সৃষ্টিকারীসহ সকল পানীয়।

৩. খৃষ্টান ও ইহুদি জাতি

ক. নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় তালিকা

- প্রচলিত মতে কোনো কিছু ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ নয়।

খ. বৈধ খাদ্য ও পানীয় তালিকা

- প্রায় সকল স্থলচর প্রাণী।
- প্রায় সকল জলজ প্রাণী।
- প্রায় সকল পানীয়।

৪. বৌদ্ধ জাতি

ক. নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় তালিকা

- কোনো কিছু ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ নয়।

খ. বৈধ খাদ্য ও পানীয় তালিকা

- প্রায় সকল স্থলচর প্রাণী।
- প্রায় সকল জলজ প্রাণী।
- প্রায় সকল পানীয়।

৫. সংশয়বাদী/নাস্তিক

ক. নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় তালিকা

- কোনো খাদ্য ও পানীয় নিষিদ্ধ নয়।

খ. বৈধ খাদ্য তালিকা

- সকল খাদ্য ও পানীয়।

বর্তমান বিশ্বের মানুষের খাদ্য তালিকা পর্যালোচনা করে সার্বিকভাবে যে তথ্য পাওয়া যায়

ওপরে আলোচনাকৃত বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মানুসারী এবং সংশয়বাদীদের (নাস্তিকদের) খাদ্য তালিকা থেকে সার্বিকভাবে নিম্নের তথ্যসমূহ পাওয়া যায়–

১. মুসলিম জাতির বৈধ (হালাল) খাদ্য তালিকা সবচেয়ে ছোটো। অন্যকথায় মুসলিম জাতির নিষিদ্ধ (হারাম) খাদ্য তালিকা সর্বাধিক বড়ো।

২. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান আমিষের (Protien) প্রধান উৎস বিভিন্ন ধরনের স্থলচর ও জলজ প্রাণী খাওয়া থেকে দূরে থাকাই মুসলিম জাতির বৈধ (হালাল) খাদ্যের তালিকা সবচেয়ে ছোটো হওয়ার প্রধান কারণ।

৩. মুসলিমরা যা খায় না অমুসলিমরা শত শত বছর ধরে তা খাওয়ার পরও শারীরিক দিক দিয়ে তাদের বড়ো ধরনের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। বরং সেগুলো তাদের শরীর-স্বাস্থ্য গঠনে বেশি ভূমিকা রাখছে এবং বর্তমান বিশ্বে অমুসলিমরা মেধার দিক থেকে মুসলিমদের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছে।

মুসলিমদের হালাল খাদ্য তালিকা সবচেয়ে ছোটো হওয়ার কারণের সঠিকত্ব যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা

ইতোমধ্যে আলোচিত হওয়া বিভিন্ন জাতির খাদ্য তালিকা থেকে জানা গেছে যে, বিভিন্ন ধর্মীয় জাতির মধ্যে মুসলিম জাতির হালাল (বৈধ) খাদ্য তালিকা সবচেয়ে ছোটো। আর এর প্রধান কারণ, বেশিরভাগ মুসলিমদের ধারণা হলো অনেক স্থলচর ও জলজ প্রাণী খাওয়া হারাম। স্থলচর ও জলজ প্রাণী হলো আমিষ (Protien) খাদ্যের প্রধান উৎস। আমিষ মানুষের শারীরিক গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান।

তাই সহজে বলা যায়– যে আদেশ বা উপদেশের কারণে এটি ঘটেছে তার স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তথ্য আছে কি না তা যাচাই করে দেখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ, মহাপ্রতারক ইবলিস তথ্যসন্ত্রাস করে মুসলিমদের ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কিয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যাবে কথাটি আল কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। আর আল্লাহ তা'য়ালা সহজে বোঝার জন্য তথ্যটি জীবন্তিকার সংলাপ আকারে জানিয়েছেন এভাবে–

আল্লাহর জিজ্ঞাসা–

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ .

আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! তোর কী হলো যে তুই সিজদাকারীদের সঙ্গী হলি না? (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩২)

ইবলিসের উত্তর–

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ .

সে বলল, গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড (মাটির মূল উপাদান) থেকে আপনি যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সিজদা করতে পারি না।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৩)

আল্লাহ তা'য়ালার অভিশাপ ও নির্দেশ

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) বললেন– তবে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা (বিতাড়িত), কেননা নিশ্চয় তুই অভিশপ্ত। আর নিশ্চয় তোর প্রতি অভিশাপ (শাস্তি) শেষবিচারের দিন পর্যন্ত (চিরকাল)।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৪-৩৫)

ইবলিসের চাওয়া

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ .

সে (ইবলিস) বলল, হে আমার রব! আমাকে পুনরুত্থান (কিয়ামত) দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৬)

আল্লাহ তা'য়ালার অনুমোদন

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ . إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ .

তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) বললেন, তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৭-৩৮)

ইবলিসের কথা

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.

সে (ইবলিস) বলল– আপনি যেহেতু (মানবজাতির মাধ্যমে অতাৎক্ষণিকভাবে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেওয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওত পেতে থাকবো।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৯)

ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পেছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে। আর (ফলস্বরূপ) আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হিসেবে পাবেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ১৭)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আমি (ইবলিস) নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পেছনের দিক এবং ডান ও বাম দিক থেকে' কথাটির ব্যাখ্যা– ইবলিস মানবজাতিকে

জীবন পরিচালনার আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ থেকে দূরে সরানোর জন্য চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র/তথ্যসন্ত্রাস চালাবে।

'আর (ফলস্বরূপ) আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হিসেবে পাবেন না' কথাটির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা– ইবলিস চতুর্মুখী তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানবজাতিকে জীবন পরিচালনার স্থায়ী পথ থেকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে যেন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রকৃত শোকর আদায়কারী হতে না পারে।

আল্লাহর শোকর আদায় করার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ৩ ভাগে বিভক্ত–

১. আল্লাহর শোকর আদায় না করা (অকৃতজ্ঞ) মানুষ।
২. আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের কল্যাণ/উপকার না জেনে বা না বুঝে শোকর আদায় করা মানুষ।
৩. আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের কল্যাণ জানার পর কথা ও কাজের মাধ্যমে শোকর আদায় করা মানুষ।

ইবলিস ৩য় বিভাগের মানুষ তৈরি হতে বাধা দেবে। কারণ, ঐ মানুষেরা ইসলামের করণীয় বিষয়গুলোর কল্যাণ এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর অকল্যাণ জানে। তাই এদেরকে সে ধোঁকা দিয়ে বিপথে নিতে পারবে না। আর এ কাজটি করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো জ্ঞানের উৎস ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেওয়া। কারণ, এটি করতে পারলে ঐ উৎস ও নীতিমালা অনুযায়ী যে যত জ্ঞানার্জন করবে তার তত ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। এর ফলস্বরূপ মানুষের আমলে মৌলিক ভুল হবে। আর এর চূড়ান্ত ফল হবে মানবজীবনের ব্যর্থতা বা চরম অশান্তি। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে দেখা যায় ইবলিসের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে মানবজাতি আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনার সঠিক পথের অর্থ এবং সে পথ পাওয়ার পদ্ধতি উভয়টি হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর দেওয়া জীবন পরিচালনার পথের প্রকৃত অর্থ হলো স্থায়ী পথ। আর ইবলিস অর্থ হিসেবে চালু করে দিয়েছে সরল বা সরল সঠিক পথ। স্থায়ী পথ এবং সরল পথের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আজকে যে পথটি সরল, নতুন আবিষ্কারের কারণে কয়েক বছর পর সে পথটি আরো সরল হতে পারে। কিন্তু স্থায়ী পথ হলো সেটি যার মূলনীতি কখনও পরিবর্তন হবে না।

মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর দেওয়া স্থায়ী পথ পাওয়ার পদ্ধতি তিন স্তরে বিভক্ত–

প্রথম স্তর

আল্লাহর কিতাব (কুরআন), সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য

কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হওয়া। (অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্যে থাকবে– সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, পররাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি।)

দ্বিতীয় স্তর

সে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও অন্য সকল অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানা/জানার চেষ্টা করা।

তৃতীয় স্তর

অনুসরণ করার মাধ্যমে ঐ সকল অনুগ্রহের কল্যাণ উপলব্ধি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (শোকর আদায় করা)।

স্তরসমূহ বোঝার সহায়ক একটি সত্য উদাহরণ

বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটারের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি সহজে ও যথাযথভাবে বোঝা যায়। কম্পিউটার তৈরি করার সময় ইঞ্জিনিয়াররা যন্ত্রটিকে একটি বুনিয়াদি জ্ঞান (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Proecssor) এবং কর্মনীতি (Programme) দিয়ে দেয়। এরপর যেকোনো সময় নতুন জ্ঞান যোগ করতে পারলে কম্পিউটারের বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায়। তখন কম্পিউটার আগের তুলনায় আরও অধিক বিষয়ের সঠিক সমাধান দিতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালাও জন্মগতভাবে মানুষের ব্রেইনে বুনিয়াদি– জ্ঞান (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Proecssor) এবং কর্মনীতি (Programme) সহকারে একটি জ্ঞানের শক্তি (রক্তমাংসের কম্পিউটার) দিয়েছেন। যার নাম হলো আকল/Common sense/বিবেক। এরপর কুরআন, সুন্নাহ, অর্জিত সাধারণ জ্ঞান (General Knowledge), চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, পররাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদির সঠিক জ্ঞান ঐ শক্তিতে যোগ করলে ঐ জ্ঞানের শক্তির বিশ্লেষণ তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়ে যাবে। অর্থাৎ ঐ শক্তিটির কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য বিষয় বোঝা, ঈমান আনা, ঈমান দৃঢ় করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, বিচার-ফয়সালা করা ইত্যাদি ক্ষমতা বেড়ে যাবে। ব্রেইনের এ অবস্থা মানুষের পুরো জীবন ধরে চালু থাকে।

[সত্য উদাহরণের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন : অতঃপর যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি (সত্য উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য। সুরা আল বাকারা/২ : ২৬]

ইবলিসের কথা

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ . اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ .

সে (ইবলিস আরও) বলল, হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমাকে (মানবজাতির কারণে অতাৎক্ষণিকভাবে) বিপথগামী করলেন তাই অবশ্যই আমিও পৃথিবীতে (পাপ কাজকে) তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো। তবে তাদের মধ্যকার আপনার স্থিরচিত্ত বান্দাদের ছাড়া।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৩৯-৪০)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'অবশ্যই আমিও পৃথিবীতে তাদের কাছে (পাপ কাজকে) আকর্ষণীয় করে তুলবো এবং অবশ্যই আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করবো' অংশের ব্যাখ্যা : ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে তথা নিষিদ্ধ কাজটি করলে লাভ/কল্যাণ/নেকী/কিছুকাল জাহান্নামে থেকে অনন্তকাল জান্নাত ইত্যাদি পাওয়া যাবে বলে ধোঁকা দিয়ে তথা তথ্যসন্ত্রাস করে সকল মানুষকে বিপথে নেবে।

'তবে তাদের মধ্যকার আপনার স্থিরচিত্ত বান্দাদের ছাড়া' অংশের ব্যাখ্যা : নিষিদ্ধ কাজকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেও ইবলিস আল্লাহর স্থিরচিত্ত বান্দাদের ধোঁকা দিতে পারবে না। কারা এ স্থিরচিত্ত বান্দা সেটি বর্তমান মুসলিম জাতিকে গভীরভাবে বুঝে নিতে হবে। স্থিরচিত্ত বান্দা হবে তারা যারা আল্লাহর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানবে। এ সকল মানুষদের কাছে ইবলিস নিষিদ্ধ কাজকে যতই আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করুক না কেন তারা তা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা ঐ নিষিদ্ধ কাজটির বৈজ্ঞানিক অকল্যাণ জানে। নিষিদ্ধ কাজের বৈজ্ঞানিক অকল্যাণ এবং করণীয় কাজের বৈজ্ঞানিক কল্যাণ জানতে হলে কুরআন ও সুন্নাহ জানার সাথে মানব শারীরবিজ্ঞান (Human biology) ও সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান অবশ্যই জানতে হবে।

হারাম খাদ্য সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহর সরাসরি বলা বক্তব্য

আমরা এখন আল কুরআনের সরাসরি তথ্য থেকে হারাম খাদ্যের তালিকা জানার চেষ্টা করবো–

তথ্য-১

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

নিশ্চয় তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত (স্থল জীব), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে আগ্রহ ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া (খায়) তার কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে ৪ ধরনের খাদ্য হারাম হওয়ার কথা আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি ও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। খাদ্য ৪টি হলো–

১. মৃত (স্থল) জীব
২. প্রবাহিত রক্ত
৩. শুকরের মাংস
৪. যে খাদ্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

আয়াতটির শেষে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কেউ নিরুপায় হয়ে আগ্রহ ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া খেলে তার কোনো গুনাহ হবে না।

তথ্য-২

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ.

নিশ্চয় তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত (স্থূল জীব), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। তবে কেউ নিরুপায় হয়ে আগ্রহ ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া (খেলে) নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। আর আল্লাহর নামে মিথ্যা রটানোর জন্য জিহ্বা দিয়ে বানানো মিথ্যার ওপর নির্ভর করে তোমরা বলো না– এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটায় তারা সফল হয় না।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ১১৫, ১১৬)

আয়াতভিত্তিক ব্যাখ্যা

- ১১৫ নং আয়াতে ১ নং তথ্যের আয়াতটিতে বলা ৪ ধরনের খাদ্য হারাম হওয়ার কথা আল্লাহ তা'য়ালা অভিন্ন ভাষায় আবার জানিয়ে দিয়েছেন।
- ১১৬ নং আয়াতে ১১৫ নং আয়াতের বাইরের কোনো খাদ্যকে হারাম বলে প্রচার করা আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচার করার সমতুল্য কাজ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-৩

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

তোমাদের জন্য হারাম করা হচ্ছে মৃত (স্থূল প্রাণী), (প্রবাহিত) রক্ত, শুকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া পশু, প্রহারে মৃত্যু হওয়া পশু, ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু হওয়া পশু, শিং-এর আঘাতে মৃত্যু হওয়া পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ছাড়া। (আরও হারাম করা হচ্ছে) পূজার বেদিতে বলি দেওয়া পশু এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা। এগুলো তোমাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয়। আজ কাফিররা তোমাদের জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদেরকে আর ভয় করো না, শুধু আমাকেই ভয় করো। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবনব্যবস্থাকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে

পূর্ণ করলাম ও জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম। তবে পাপ কাজে ঝোঁকপ্রবণতা ছাড়া যে নিরুপায় হয়ে (তা খায় তার কথা ভিন্ন)। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে সুরা বাকারার ১৭৩ নং এবং সুরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতে বলা ৪ ধরনের খাদ্য হারাম হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এরপর পশুর মৃত্যুর কী কী কারণ হতে পারে তা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়ো না সেসব অক্ষতিকর খাদ্য যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৮৭)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে যারা ঈমান এনেছো! নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়ো না সেসব অক্ষতিকর খাদ্য যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে মু'মিনদেরকে আল্লাহর হালাল করা খাদ্যের মধ্যে যেগুলো অক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষযুক্ত নয় সেগুলো নিজেদের জন্য হারাম করে নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

'এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– অংশটিতে হালাল খাদ্যের মধ্যে যেগুলো পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষযুক্ত নয় সেগুলো কঠিন ওজর ছাড়া হারাম করে নেওয়াকে আল্লাহর আদেশ পালনে সীমালঙ্ঘন বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ আয়াত অনুযায়ী হালাল খাদ্য কঠিন ওজর ছাড়া হারাম মনে করে না খাওয়া কবীরা গুনাহ।

তথ্য-৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! নিশ্চয় মদসহ সকল নেশা দ্রব্য, জুয়া, (মুর্তিপূজার) বেদি ও ভাগ্যনির্ধারক তীর শয়তানের ঘৃণ্য কাজ, সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো যদি তোমরা কল্যাণ পেতে চাও। (সুরা আল মায়িদা/৫ : ৯০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে সকল ধরনের নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

তথ্য-৬

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ.

আর তোমাদের কী হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়েছে তা তোমরা খাও না? অথচ তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে তোমরা তাতে বাধ্য হলে ভিন্ন কথা। অবশ্য অনেকে (হালাল-হারামের নির্ভুল) জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশি দিয়ে অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার রব সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১১৯)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর তোমাদের কী হয়েছে যে, যাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়েছে তা তোমরা খাও না?' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশে যে সকল ঈমান আনা ব্যক্তিরা আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হালাল প্রাণী খায় না তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। যে কাজে আল্লাহর তিরস্কার জড়িত তা করা কবীরা গুনাহ। তাই আয়াতাংশ অনুযায়ী আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করা হালাল প্রাণী কঠিন ওজর ছাড়া না খাওয়া কবীরা গুনাহ।

'অথচ তিনি তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন' অংশের ব্যাখ্যা– এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন খাদ্য মানুষের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) তার বিস্তারিত বর্ণনা (তালিকা) আল কুরআনে আছে।

'তবে তোমরা তাতে বাধ্য হলে ভিন্ন কথা' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে হালাল খাদ্য না খেলে বা হারাম খাদ্য খেলে অপরাধ/গুনাহ হবে না।

'অবশ্য অনেকে (হালাল-হারামের নির্ভুল) জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশি দিয়ে অন্যকে বিপথগামী করে' অংশের ব্যাখ্যা– অত্র অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে খাদ্য হালাল বা হারাম সম্পর্কিত কুরআনের বক্তব্য সরাসরি না জেনে অনেকে নিজেদের খেয়াল-খুশির ভিত্তিতে হারাম খাদ্যের বিষয়ে ভুল ফতোয়া দিয়ে মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়।

'নিশ্চয় তোমার রব সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' অংশের ব্যাখ্যা– অংশটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– খাদ্য হারাম ও হালাল হওয়ার বিষয়ে কুরআনের বিপরীত ফতোয়া দেওয়া সীমালঙ্ঘন করামূলক অপরাধ। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ।

তথ্য-৭

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.

আর যাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়নি তা তোমরা খেয়ো না, আর নিশ্চয় তা অবশ্যই ক্ষতিকর। আর নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিতর্ক করতে প্ররোচিত করে। যদি তোমরা তাদের অনুসরণ করো তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১২১)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর যাতে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়নি তা তোমরা খেয়ো না, নিশ্চয় তা অবশ্যই ক্ষতিকর' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশে যে হালাল প্রাণী জবাই (বা শিকার) কালে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়নি তা খেতে নিষেধ (হারাম) করা হয়েছে। আর নিশ্চয়তা সহকারে এর কারণ বলা হয়েছে– আল্লাহর নাম স্মরণ করা ছাড়া জবাই করলে তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর বিষয়ে পরিণত হয়।

'আর নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিতর্ক করতে প্ররোচিত করে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে বলা হয়েছে ইবলিস শয়তান তার অনুসারীদেরকে আল্লাহর নাম স্মরণ করা ছাড়া জবাই হওয়া হালাল প্রাণী মানুষের জন্য ক্ষতিকর হওয়ার যথার্থতা নিয়ে মুসলিমদের সাথে বিতর্ক করতে উৎসাহ দেয়।

'যদি তোমরা তাদের অনুসরণ করো তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে' অংশের ব্যাখ্যা– অংশটির মাধ্যমে জানানো হয়েছে, শয়তানের অনুসারীদের

বিতর্কের তথ্য শুনে যারা আল্লাহর নাম স্মরণ করা ছাড়া জবাই হওয়া হালাল প্রাণী আহার করবে তারা শিরককারী বলে গণ্য হবে। আর এর কারণ হলো– মানুষের জন্য ক্ষতিকর হওয়া না হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জ্ঞানের মাত্রা আল্লাহর চেয়ে শয়তানের অনুসারীদের অধিক বলে স্বীকার করে নেওয়া।

তথ্য-৮.১

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُۗ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ.

বনী ইসরাঈলের জন্য সব খাবারই হালাল ছিল শুধু তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে ইসরাঈল (তথা ইয়াকূব আ.) নিজের ওপর যা হারাম করে নিয়েছিল তা ছাড়া। বলো, তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো অতঃপর তা পাঠ করো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৯৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– তাওরাতে উল্লিখিত আদেশের মাধ্যমে কিছু হালাল খাদ্য আল্লাহ কর্তৃক হারাম হওয়ার আগে বনী ইসরাঈলদের জন্য সব খাবারই হালাল ছিল। মূলত তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে কিছু খাদ্য ইসরাঈল জাতি নিজেরাই হারাম করে নিয়েছিল।

তথ্য-৮.২

فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا.

অতঃপর ইহুদিদের জুলুম এবং আল্লাহর পথে ব্যাপক বাধা প্রদানের কারণে (কিছু) অক্ষতিকর খাদ্য আমরা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম যা তাদের জন্য হালাল ছিল।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৬০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির শিক্ষা–

১. কিছু অক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত হালাল খাদ্য ইহুদীদের জন্য হারাম করা হয়েছিল।
২. হারাম হওয়ার কারণ ছিল ইহুদীদের জুলুম এবং আল্লাহর পথে চলার ব্যাপারে মানুষকে ব্যাপক বাধা প্রদান।
৩. হারাম করা খাদ্যগুলোর তালিকা আলোচ্য আয়াতে বলা হয়নি।

তথ্য-৮.৩

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۭ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۠ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ.

আর আমরা ইহুদীদের জন্য সকল ধরনের নখযুক্ত (প্রাণী) হারাম করেছিলাম। আবার গরু ও ভেড়ার চর্বিও তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তবে যা সেগুলোর পিঠ ও অন্ত্রের সাথে লেগে থাকে অথবা হাড়ের সাথে মিশে থাকে তা ছাড়া। এর মাধ্যমে (এ বিধান দেওয়ার মাধ্যমে) তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার কারণে। আর নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী।

(সুরা আল আন'য়াম/৬ : ১৪৬)

ব্যাখ্যা : ৮.২ নং তথ্যের আয়াতটিতে যে অক্ষতিকর ও হালাল খাদ্য ইহুদীদের জন্য হারাম করার কথা বলা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট তালিকা ও অনির্দিষ্ট কারণ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে।

নখযুক্ত প্রাণী দুই ধরনের–

১. নিরীহ। যেমন– মোরগ, মুরগি, হাস, পাখি ইত্যাদি।
২. হিংস্র। যেমন– বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, কুমির ইত্যাদি।

তাই আয়াতটির 'সকল ধরনের নখযুক্ত প্রাণী' কথাটির দিয়ে নিরীহ ও হিংস্র উভয় ধরনের নখযুক্ত প্রাণী বোঝাবে। আর তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো–

১. নিরীহ ও হিংস্র উভয় ধরনের নখযুক্ত প্রাণী এবং পিঠ, অন্ত্র ও হাড়ের চর্বি ছাড়া গরু ও ভেড়ার সকল চর্বি ইহুদীদের জন্য হারাম করা হয়েছিল।
২. হারাম করার কারণ ছিল ইহুদীদের অবাধ্যতা।

সম্মিলিত শিক্ষা : আলোচ্য আয়াত তিনটির সম্মিলিত শিক্ষা–

১. তাওরাতে উল্লিখিত আদেশের মাধ্যমে কিছু হালাল খাদ্য আল্লাহ কর্তৃক হারাম হওয়ার আগে বনী ইসরাঈলদের জন্য সব খাবারই হালাল ছিল।
২. তাওরাতে উল্লিখিত আদেশের মাধ্যমে নিরীহ এবং হিংস্র উভয় ধরনের নখযুক্ত প্রাণী এবং পিঠ, অন্ত্র ও হাড়ের চর্বি ছাড়া গরু ও ভেড়ার সকল চর্বি ইহুদী জাতির জন্য হারাম করা হয়েছিল।
৩. হারাম করার কারণ ছিল ইহুদীদের জুলুম এবং আল্লাহর পথে চলার ব্যাপারে মানুষকে ব্যাপক বাধা প্রদান।

৪. উল্লিখিত খাদ্যগুলো মুসলিমদের জন্য হারাম হওয়ার কথা আলোচ্য আয়াতসমূহ বা কুরআনের অন্যকোনো আয়াতে নেই।

হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকার বিষয়ে এ পর্যন্ত উল্লিখিত আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা–

১. আয়াতসমূহের প্রত্যক্ষ বক্তব্য অনুসারে ৪ প্রকারের খাদ্য হারাম–
   - মৃত (স্থূল) জন্তু।
   - প্রবাহিত রক্ত।
   - শুকরের মাংস।
   - আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করা খাদ্য।

২. আয়াতসমূহের পরোক্ষ বক্তব্য অনুসারে ওপরের ৪ প্রকারের খাদ্যের বাইরের সকল খাদ্য হালাল।

৩. মদসহ সকল নেশা দ্রব্য হারাম।

৪. আল্লাহর নামে জবাই বা শিকার না হওয়া হালাল প্রাণী খাওয়া হারাম।

হালাল খাদ্য সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহর সরাসরি বলা বক্তব্য

আমরা এখন আল কুরআনের সরাসরি তথ্য থেকে হালাল খাদ্যের তালিকা জানার চেষ্টা করবো।

তথ্য-১

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

হে মানুষ! পৃথিবীতে যত খাদ্য আছে তার মধ্যে যেগুলো হালাল (ও) অক্ষতিকর তা খাও। আর শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৬৮)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে মানুষ! পৃথিবীতে যত খাদ্য আছে তার মধ্যে যেগুলো হালাল (ও) অক্ষতিকর তা খাও' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশটির মাধ্যমে সকল মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে যত খাদ্যসামগ্রী আছে তার মধ্যে যেগুলোই নিম্নের দুটি শর্ত পূরণ করতে পারবে সেগুলো মানুষের খাদ্য হিসেবে বৈধ–

১. হালাল।
২. অক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত।

'আর শয়তানের পথ অনুসরণ করো না' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– পৃথিবীর প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের যে খাদ্য হালাল ও অক্ষতিকর (পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত) তা না খাওয়া হলো খাদ্যের ব্যাপারে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ইবলিস শয়তানের পথ অনুসরণ করা।

তথ্য-২

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

অতএব, তোমরা (মু'মিনগণ) খাও আল্লাহর দেওয়া খাদ্যের মধ্যে যেগুলো হালাল ও অক্ষতিকর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা শুধু তাঁরই দাসত্বকারী হয়ে থাকো।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ১১৪)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তোমরা (মু'মিনগণ) খাও আল্লাহর দেওয়া খাদ্যের মধ্যে যেগুলো হালাল ও অক্ষতিকর' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে থাকা সকল হালাল এবং অক্ষতিকর (পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত) খাদ্য খেতে মু'মিনদেরকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে থাকা হালাল এবং পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত খাদ্য বড়ো ওজর ছাড়া না খাওয়া আল্লাহর আদেশ অমান্য করা তথা কবীরা গুনাহ।

'এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো' অংশের ব্যাখ্যা– এখানে মু'মিনদেরকে হালাল এবং অক্ষতিকর খাদ্য তথা প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অগণিত জিনিস মানুষের খাদ্য হিসেবে সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা (শোকর) প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

'যদি তোমরা শুধু তাঁরই দাসত্বকারী হয়ে থাকো' অংশের ব্যাখ্যা– অংশটি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বৈধ খাদ্যের বিষয়ে আয়াতটির আদেশ মেনে চলতে হবে সে ব্যক্তিদেরকে যারা অন্য কারো নয় শুধু আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) করে। অন্যকথায়, বড়ো ওজর ছাড়া আল্লাহর তৈরি করা হালাল খাদ্য না খাওয়া বিষয়টি হলো ইবলিস শয়তানের দাসত্ব করা।

তথ্য-৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! আমরা তোমাদের যে খাদ্য দিয়েছি তার মধ্যে যেগুলো অক্ষতিকর তা খাও এবং তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা শুধু তারই দাসত্বকারী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭২)

ব্যাখ্যা : ২ নং তথ্যের আয়াতটির অনুরূপ।

তথ্য-৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! হারাম করে নিয়ো না সে সকল অক্ষতিকর খাদ্য যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৮৭)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে যারা ঈমান এনেছো! হারাম করে নিয়ো না সে সকল অক্ষতিকর খাদ্য যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে যে সকল হালাল খাদ্য পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত সেগুলোকে নিজেরা হারাম করে নিতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে থাকা হালাল এবং পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত খাদ্য বড়ো ওজর ছাড়া না খাওয়ার অর্থ আল্লাহর নিষেধকে অগ্রাহ্য করা তথা কবীরা গুনাহ।

'আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– খাদ্যের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করার অর্থ হলো আল্লাহ যে খাদ্য হালাল করেছেন তা নিজেরা হারাম করে নেওয়া। তাই আয়াতটির এ অংশের ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআনে জানিয়ে দেওয়া হালাল খাদ্যকে নিজেরা হারাম করে নেওয়া সীমালঙ্ঘন করা ধরনের অপরাধ তথা কবীরা গুনাহ।

তথ্য-৫

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ.

আর আল্লাহ তোমাদের (মু'মিনদের) যে হালাল (ও) অক্ষতিকর খাদ্যসামগ্রী দিয়েছেন তা থেকে খাও। আর আল্লাহ-সচেতন হও যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৮৮)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর আল্লাহ তোমাদের (মু'মিনদের) যে হালাল (ও) অক্ষতিকর খাদ্যসামগ্রী দিয়েছেন তা থেকে খাও' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে মু'মিনদেরকে প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের হালাল এবং অক্ষতিকর সব খাদ্য খেতে আদেশ করা হয়েছে।

'আর আল্লাহ-সচেতন হও' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে আয়াতটির শিক্ষার মাধ্যমে মু'মিনদের তাদের আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে খাদ্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ও তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করতে বলা হয়েছে। আয়াতটির শিক্ষা অনুযায়ী উৎকর্ষিত Common sense-এর রায় হলো– বড়ো ওজর ছাড়া হালাল এবং পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত কোনো খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না।

'যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো' অংশের ব্যাখ্যা– মু'মিনগণ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী। তাই এখানে মু'মিনদেরকে সকল হালাল এবং পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত খাদ্য বিনা দ্বিধায় খেতে বলেছেন। কারণ, এটি তাদের বিশ্বাসের সত্তার আদেশ।

তথ্য-৬

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ.

সুতরাং তোমরা খাও তা থেকে যার ওপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়েছে যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহে বিশ্বাসী হয়ে থাকো।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১১৮)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'সুতরাং তোমরা খাও তা থেকে যার ওপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশে হালাল প্রাণীদের মধ্যে যা আল্লাহর নামে জবেহ বা শিকার করা হয়েছে তা খেতে আদেশ করা হয়েছে।

'যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহে বিশ্বাসী হয়ে থাকো' অংশের ব্যাখ্যা– বক্তব্যটির শিক্ষা হলো– বড়ো ওজর ছাড়া হালাল প্রাণীদের মধ্যে যা আল্লাহর নামে জবেহ বা শিকার করা হয়েছে তা না খেলে ঈমান থাকবে না। অর্থাৎ এটিতে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

তথ্য-৭

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

তিনিই সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে টাটকা (Fresh) আমিষ (Protein) দ্রব্য খেতে পারো এবং তা (সমুদ্র) থেকে আহরণ করতে পারো গহনা (মণিমুক্তা) যা তোমরা পরিধান করে থাকো। আর তোমরা

দেখতে পাও যে এর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ (জীবনসামগ্রী) সন্ধান করতে পারো এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ১৪)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তিনিই সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে টাটকা আমিষ দ্রব্য খেতে পারো' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশে সমুদ্র সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রথম কারণটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটি হলো মানুষ যেন সমুদ্র থেকে মাছ ধরে সেগুলো মৃত কিন্তু টাটকা (Fresh) থাকা তথা পচে যাওয়ার আগপর্যন্ত খেতে পারে। তাই আয়াতাংশ থেকে জানা যায়– মৃত জলজ প্রাণী টাটকা তথা পচা না হলে খাওয়া হালাল।

'এবং তা (সমুদ্র) থেকে আহরণ করতে পারো গহনা (মণিমুক্তা) যা তোমরা পরিধান করে থাকো। আর তোমরা দেখতে পাও যে এর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ (জীবনসামগ্রী) সন্ধান করতে পারো' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে সমুদ্র সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্য-৮

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ... ... ۗ

তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য। (সেগুলো) তোমাদের জন্য খাদ্যের উপকরণ (বসবাসস্থলে) এবং পর্যটনকালে। আর তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে স্থলের শিকার যতক্ষণ তোমরা ইহরামে থাকবে। ... ...

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৯৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– সমুদ্রের সকল মাছ বা প্রাণী খাদ্য হিসেবে হালাল।

'(সেগুলো) তোমাদের জন্য খাদ্যের উপকরণ (বসবাসস্থলে) এবং পর্যটনকালে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সমুদ্র থেকে ধরা মাছ/প্রাণী বসবাসস্থলে এবং পর্যটনকালে খাওয়া হালাল।

তখনকার দিনে ফ্রিজ ছিল না। তাই তখনকার দিনে ধরা মাছ পর্যটনকালে খেতে হলে তা শুটকি করে খেতে হতো। তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– শুটকি মাছ খাওয়া হালাল।

'আর তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে স্থলের শিকার যতক্ষণ তোমরা ইহরামে থাকবে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের মাধ্যমে জানানো হয়েছে হাজ্জের ইহরামে থাকা অবস্থায় বড়ো কোনো ওজর ছাড়া স্থলপ্রাণী খাওয়ার জন্য শিকার করা বা জবাই করা হারাম।

তথ্য-৯

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ... ... ۫

আজ তোমাদের জন্য অক্ষতিকর সকল খাদ্য হালাল করা হলো। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল। আর তোমাদের খাবার তাদের জন্য হালাল। ... ... (সুরা আল মায়িদা/৫ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে খাদ্যবিষয়ক যে তথ্য জানানো হয়েছে তা হলো–

১. প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত সকল খাদ্য হালাল।
২. আহলি কিতাবদের খাবার মুসলিমদের জন্য হালাল।
৩. মুসলিমদের খাবার আহলি কিতাবদের জন্য হালাল।

তথ্য-১০

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

আর তিনিই (অতাৎক্ষণিকভাবে) কাণ্ডবিহীন ও কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষলতা সংবলিত উদ্যানসমূহ, খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, যায়তুন (জলপাই) ও আনার (ডালিম) সৃষ্টি করেছেন, এগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন। যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল খাও এবং ফসল সংগ্রহের দিনে তার হক (উশর) প্রদান করো। আর অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সুরা আল আন'য়াম/৬ : ১৪১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে উদ্ভিদজগতের বিভিন্ন ধরনের শস্য, শাকসবজি, ফল ইত্যাদি খেতে বলা হয়েছে এবং অপচয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ উদ্ভিদজগতের সকল খাদ্য খাওয়া হালাল।

তথ্য-১১

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى . كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى.

যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করেছেন এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। (সেগুলো) নিজেরা খাও এবং চরাও (তাতে) তোমাদের গবাদি পশু। নিশ্চয় এতে অবশ্যই আকল/Common sense/বিবেকসম্পন্নদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ৫৩, ৫৪)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়।

'অতঃপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি' অংশের ব্যাখ্যা– বৃষ্টি হওয়ার পর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ হয়।

'(সেগুলো) নিজেরা খাও এবং চরাও (তাতে) তোমাদের গবাদি পশু' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে মানুষকে উদ্ভিদজগতের সকল খাদ্য খেতে এবং গবাদি পশুদের উদ্ভিদ খাদ্য খাওয়ানোর জন্য খেতখামারে চরাতে আদেশ করা হয়েছে। তাই আয়াতাংশের ভিত্তিতে বলা যায়– উদ্ভিদজগতের সকল খাদ্য মানুষের জন্য হালাল।

'নিশ্চয় এতে অবশ্যই আকলসম্পন্নদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের মাধ্যমে নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পৃথিবীর ভূমি ও চলাচলের পথ, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, নানা ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়া, মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্য সম্পর্কে আকল/

Common sense/বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বহু বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা রয়েছে তাদের ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে জীবন পরিচালনায় ব্যবহার করার জন্য।

তথ্য-১২

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

হে বনী আদম! প্রত্যেক মসজিদে (সালাতের সময়কালে) নিজেদেরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করো এবং খাও ও পান করো, তবে অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ মু'মিনদের নিজেদেরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে মসজিদে যেতে এবং হালাল ও অক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত সকল খাদ্য খেতে আদেশ করেছেন এবং অপচয় করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

হারাম ও হালাল খাদ্য সম্পর্কে কুরআনে উল্লিখিত রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলানো বক্তব্য

এখন আমরা কুরআনের কিছু বক্তব্য জানবো যেগুলো মহান আল্লাহ নিজে সরাসরি না বলে রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।

তথ্য-১

قُل لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

(হে নবী!) বলো, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে খাবার গ্রহণকারী যা খায় তার মধ্যে হারাম পাই না– মৃত (স্থূল) প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস যেহেতু তা অবশ্যই ক্ষতিকর, অথবা (এমন খাদ্য) আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ হওয়ার কারণে যা অবৈধ হয়েছে তা ছাড়া অন্যকিছু। তবে যে নিরুপায় হয়ে আগ্রহ ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া (খায়), তোমার রব নিশ্চয় (তার ব্যাপারে) ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল আন'য়াম/৬ : ১৪৫)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'(হে নবী!) বলো, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে খাবার গ্রহণকারী যা খায় তার মধ্যে হারাম পাই না– মৃত (স্থূল) প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস যেহেতু তা অবশ্যই ক্ষতিকর, অথবা (এমন খাদ্য) আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ হওয়ার কারণে যা অবৈধ হয়েছে তা ছাড়া অন্যকিছু' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতটির এ অংশে সাহাবীগণকে সামনে রেখে রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে অপূর্বভাবে উপস্থাপন করানোর মাধ্যমে মানবজাতিকে হারাম খাদ্যের তালিকা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– তাঁর প্রতি নাযিল হওয়া কিতাব আল কুরআনে পৃথিবীর মানুষ প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের যা খায়

তার মধ্যে ৪ ধরনের খাদ্যের বাইরে অন্য কোনো খাদ্য তিনি হারাম পাননি। খাদ্য ৪টি হলো–

১. মৃত (স্থল) জন্তু।
২. প্রবাহিত রক্ত।
৩. শুকরের মাংস।
৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করা খাদ্য।

খাদ্য ৪টির মধ্যে শুকরের মাংসকে হারাম হওয়ার কারণ বলা হয়েছে এটি নিশ্চতভাবে ক্ষতিকর (অপবিত্র)। আর চতুর্থ ধরনের খাদ্যের বিষয়ে বলা হয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ হওয়ায় ঐ ধরনের খাদ্য বৈধতা হারিয়েছে।

'তবে যে নিরুপায় হয়ে আগ্রহ ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া (খায়), তোমার রব নিশ্চয় (তার ব্যাপারে) ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে সরাসরি রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলানোর মাধ্যমে উল্লিখিত ৪ ধরনের খাদ্য কোন অবস্থায় খেলে গুনাহ হবে না তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-২

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

(হে নবী!) লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করে, (খাদ্যের মধ্যে) তাদের জন্য কোনগুলো হালাল করা হয়েছে? (হে নবী!) বলো– তোমাদের জন্য সকল অক্ষতিকর খাদ্য হালাল করা হয়েছে। আর আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শিকারী প্রাণী যা শিকার করে তা খাও এবং তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো। আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও। নিশ্চয় আল্লাহ অতিদ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৪)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'(হে নবী!) লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করে, (খাদ্যের মধ্যে) তাদের জন্য কোনগুলো হালাল করা হয়েছে?' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতাংশ থেকে জানা যায়, সাহাবাগণ রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে জানতে চাইতেন বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের মধ্যে কোনগুলো তাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা হালাল করেছেন।

'(হে নবী!) বলো– তোমাদের জন্য সকল অক্ষতিকর খাদ্য হালাল করা হয়েছে। আর আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শিকারী প্রাণী যা শিকার করে তা খাও এবং তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে সাহাবাগণের করা খাদ্যের হালাল বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর কী হবে তা রসুলুল্লাহ স.-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ স. অবশ্যই মহান আল্লাহর জানানো উত্তরই দিয়েছেন। রসুলুল্লাহ স. সাহাবাগণকে বলেছিলেন–

১. প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের হারাম ঘোষিত খাদ্যের বাইরের সকল অক্ষতিকর তথা পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত খাদ্য হালাল।

২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী প্রাণীর শিকার করা জীব যা আল্লাহর নামে শিকার বা জবেহ করা হয়েছে তা হালাল।

'আর তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে আয়াতটির শিক্ষার মাধ্যমে আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে খাদ্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ও তা মেনে চলতে সাহাবীগণকে তথা মানবজাতিকে বলা হয়েছে।

তথ্য-৩

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ.

(হে নবী!) বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে খাদ্যসামগ্রী অবতীর্ণ করেছেন তার কিছু তোমরা হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বলো, আল্লাহ কি তোমাদের এটির অনুমতি দিয়েছেন? না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছ?

(সুরা ইউনুস/১০ : ৫৯)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'(হে নবী!) বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে খাদ্যসামগ্রী অবতীর্ণ করেছেন তার কিছু তোমরা হালাল ও কিছু হারাম করেছ?' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে যারা প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের আল্লাহর সৃষ্টি করা অগণিত খাদ্যের কিছু হালাল ও কিছু হারাম করে নিয়েছে তাদেরকে নিজেদের আকল/Common sense/বিবেকের কাছে প্রশ্ন করতে বলা হয়েছে বিষয়টি যৌক্তিক/সঠিক হয়েছে কি না? কারণ,

এটি সঠিক হলে মহান আল্লাহর অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করার প্রধান উদ্দেশ্য (খাদ্যযোগান দিয়ে মানুষের কল্যাণ করা) ব্যর্থ হয়ে যাবে।

'বলো, আল্লাহ কি তোমাদের এটির অনুমতি দিয়েছেন?' অংশের ব্যাখ্যা– বাক্যাংশটির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলানোর মাধ্যমে মানবজাতিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের আল্লাহর সৃষ্টি করা অগণিত খাদ্যের কিছু হালাল ও কিছু হারাম করে নেওয়া আল্লাহর অনুমতি ছাড়া করা একটি কাজ। অর্থাৎ এটি আল্লাহর দেওয়া নয় নিজেদের তৈরি করে নেওয়া একটি বিধান।

'না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছ?' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলানোর মাধ্যমে মানবজাতিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহ তা'য়ালা তথা কুরআনের সরাসরি অনুমতি বা আদেশ ছাড়া প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের কিছু খাদ্য হালাল ও কিছু হারাম করে নেওয়া আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপের সমতুল্য কাজ। অর্থাৎ এটি কবীরা গুনাহ।

তথ্য-৪

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

(হে নবী!) বলো– বান্দাদের জন্য আল্লাহর (অতাৎক্ষণিকভাবে) উৎপন্ন করা সৌন্দর্যবর্ধক জীবনসামগ্রী এবং অক্ষতিকর খাদ্য কে হারাম করল? (হে নবী!) বলো, এসব দুনিয়ার জীবনে মু'মিনদেরই জন্য (যদিও তা কাফিরদেরও ভোগ করতে দেওয়া হয়)। কিয়ামতের দিনে তা (মু'মিনদের জন্যই) সুনির্দিষ্ট থাকবে। এভাবে আমরা (জন্মগতভাবে লাভ করা জ্ঞানে) জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য (কুরআনের) আয়াত বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করি।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ৩২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'(হে নবী!) বলো– বান্দাদের জন্য আল্লাহর (অতাৎক্ষণিকভাবে) উৎপন্ন করা সৌন্দর্যবর্ধক জীবনসামগ্রী এবং অক্ষতিকর খাদ্য কে হারাম করল?' অংশের ব্যাখ্যা– বক্তব্যটিতে নবী মুহাম্মাদ স.-এর মুখ দিয়ে বলানোর মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীতে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুসরণ করে উৎপন্ন হওয়া সৌন্দর্যবর্ধক জীবনসামগ্রী এবং খাদ্য আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করেননি। তবে অক্ষতিকর খাদ্যের মধ্যে যেটি পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষযুক্ত তা খাওয়া আল্লাহ হারাম করেছেন।

‘(হে নবী!) বলো, এসব দুনিয়ার জীবনে মু'মিনদেরই জন্য (যদিও তা কাফিরদেরও ভোগ করতে দেওয়া হয়)। কিয়ামতের দিনে তা (মু'মিনদের জন্যই) সুনির্দিষ্ট থাকবে' অংশের ব্যাখ্যা– বক্তব্যটিতে মুহাম্মাদ স.-এর মুখ দিয়ে বলানোর মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সৌন্দর্যবর্ধক জীবনসামগ্রী এবং পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষমুক্ত খাদ্য দুনিয়ার জীবনে মু'মিনদের জন্য হালাল। দুনিয়ায় তা কাফিরদের ভোগ করতে দেওয়া হলেও পরকালে ঐ খাদ্যসমূহ শুধু মু'মিনগণ ভোগ করবে।

‘এভাবে আমরা (জন্মগতভাবে লাভ করা জ্ঞানে) জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য (কুরআনের) আয়াত বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করি' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের নিজের বলা বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত থাকা ব্যক্তিদের জন্য খাদ্যসহ জীবনের সকল বড়ো দিকের মৌলিক শিক্ষাসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করেছেন। আর এটির কারণ হলো মানুষ যেন তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎসটিকে ঐ শিক্ষা দিয়ে উৎকর্ষিত করে জীবন পরিচালনায় কাজে লাগাতে পারে।

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি– উল্লিখিত ৪ ধরনের খাদ্য হারাম হওয়ার বিষয়টি অন্য অনেক আয়াতে নিজের সরাসরি বলা বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে জানিয়েছেন। **প্রশ্ন হলো–** কী কারণে মহান আল্লাহ নিজের সরাসরি বলা শিক্ষাকে আবার রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে সরাসরি বলানোর মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেছেন? বিষয়টি বর্তমান মুসলিম জাতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণটি হলো– আল্লাহ তা'য়ালার জানা আছে, ইবলিস শয়তান ধোঁকা দিয়ে হালাল খাদ্যকে হারাম বানিয়ে রসুলুল্লাহ স.-এর হাদীস হিসেবে প্রচার করবে। আর হাদীস গায়েরে মাতলু ওহী হওয়ায় তা কুরআনকে রহিত করতে পারে এমন কথা ইবলিস প্রচার করবে। ইবলিস শয়তানের এ ধোঁকা চিরতরে ব্যর্থ করার জন্য মহান আল্লাহ রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলানো খাদ্য বিষয়ক বক্তব্য কুরআনে সন্নিবেশিত করে রেখেছেন।

কুরআনে আল্লাহর বলা ও রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলানো বক্তব্যের ভিত্তিতে হারাম ও হালাল খাদ্যের চূড়ান্ত তালিকা

সহজেই বলা যায়, আল কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে হারাম ও হালাল খাদ্যের চূড়ান্ত তালিকা হবে নিম্নরূপ–

হারাম খাদ্য তালিকা

১. মৃত স্থল প্রাণী।
২. প্রবাহিত রক্ত।
৩. শুকরের মাংস।
৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করা খাদ্য।
৫. মদসহ সকল নেশা দ্রব্য।
৬. পচা, অতিরিক্ত ফরমালিনের মিশ্রণ ইত্যাদি দোষযুক্ত খাদ্য।

হালাল খাদ্য তালিকা

১. কুরআনে বর্ণিত হারাম তালিকার বাইরে থাকা পৃথিবীর সকল অক্ষতিকর প্রাণী ও উদ্ভিদ খাদ্য।
২. মৃত কিন্তু টাটকা (পচা নয়) জলজ প্রাণী।

হালাল খাদ্য নিজেরা হারাম বানিয়ে না খাওয়ার গুনাহ সম্পর্কে কুরআন

মহান আল্লাহর পালন করতে বলা বিষয়ে অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে মানুষের কল্যাণ/লাভ/নেকী আছে। অন্যদিকে মহান আল্লাহর নিষেধ করা বিষয়ে অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে মানুষের অকল্যাণ/ক্ষতি/গুনাহ আছে। তাই যে সকল খাদ্য মহান আল্লাহ মানুষের জন্য হালাল করেছেন তা খাওয়ায় অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে মানুষের কল্যাণ/লাভ/নেকী আছে। আর যে সকল খাদ্য মহান আল্লাহ মানুষের জন্য হারাম করেছেন তা খাওয়ায় অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে মানুষের অকল্যাণ/ক্ষতি/গুনাহ আছে।

ওপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে হালাল খাদ্য নিজেরা হারাম বানিয়ে না খাওয়া বিষয়টি উপস্থাপনে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার ভিত্তিতে বিষয়টির অপরাধের (গুনাহ) ধরন সম্পর্কে যা সহজে বলা যায়–

১. কিছু আয়াতে না খাওয়া বিষয়টি তিরস্কারের ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহর তিরস্কারের বিষয় অবশ্যই বড়ো গুনাহর কাজ।

২. কিছু আয়াতে না খাওয়া বিষয়টিকে শয়তানকে অনুসরণ করা বলা হয়েছে। শয়তানকে অনুসরণ করা অবশ্যই বড়ো গুনাহর কাজ।

৩. কিছু আয়াতে না খাওয়া বিষয়টিকে সীমালঙ্ঘন করা বলা হয়েছে। সীমালঙ্ঘন করা অবশ্যই বড়ো গুনাহর কাজ।

৪. কিছু আয়াতে না খাওয়া বিষয়টিকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে অস্বীকার করার সমতুল্য কাজ বলা হয়েছে।

খাদ্য সম্পর্কে কুরআনের সাথে সংগতিশীল হাদীস

খাদ্য সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্যের সাথে সংগতিশীল বক্তব্য ধারণকারী অনেক হাদীস হাদীসগ্রন্থসমূহে আছে। ঐ হাদীসের কয়েকটি নিম্নরূপ–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ ... ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُوْنَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُوْنَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللّٰهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا (قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ ... ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন দাউদ ইবন সুবাইহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, জাহিলি যুগের লোকেরা কিছু জিনিস খেতো এবং বিস্বাদ হওয়ায় কিছু জিনিস পরিহার করতো। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁর নবী স.-কে প্রেরণ করেন ও তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং সেগুলোর (খাদ্যের) হালালগুলোকে হালাল ও হারামগুলোকে হারাম করেন। তিনি যা হালাল করেছেন সেগুলো হালাল এবং যা হারাম করেছেন সেগুলো হারাম। আর যেগুলো সম্পর্কে নীরব থেকেছেন তাতে ছাড় দেওয়া আছে। অতঃপর ইবন আব্বাস রা. তিলাওয়াত করেন–

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

[(হে নবী!) বলো, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে খাদ্য গ্রহণকারী যা খায় তার মধ্যে হারাম পাই না মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোশত–

যেহেতু তা অবশ্যই নোংরা অথবা যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এমন পাপের বিষয় ছাড়া অন্যকিছু। তবে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া (খেতে) বাধ্য হয় (তার ব্যাপারে) তোমার রব নিশ্চয় অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সুরা আল আন'আম/৬ : ১৪৫)]

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৮০২।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- মতন (বক্তব্যবিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– জাহিলি যুগের মানুষে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে কিছু খাদ্যকে হালাল এবং বিস্বাদ হওয়ার কারণে কিছু খাদ্য হারাম করে নিয়েছিল। রসুলুল্লাহ স. নবুয়াত প্রাপ্তির পর কুরআনের আয়াতের তথ্য আনুসারে হালাল ও হারাম খাদ্যের তালিকা জানিয়ে দেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবী ইবন আব্বাস রা. হাদীসটি বলার পর কুরআনের সে আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনান যেটিতে রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলানোর মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে হারাম খাদ্যের তালিকা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই হাদীসটি অনুসারে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– **শুধু ৪ ধরনের খাদ্য হারাম–**

১. মৃত স্থল জন্তু।
২. প্রবাহিত রক্ত।
৩. শুকরের মাংস।
৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করা খাদ্য।

হাদীস-২

اخرج الامام ابو داود فى سننه حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ. فَقَالَ لاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَىْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ.

ইমাম আবু দাউদ রহ. কাবীসা ইবনে হুলব রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– কাবীসা ইবন হুলব রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমি রসুল স.-কে বলতে শুনেছি, যখন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল যে, খাদ্যের মধ্যে এমন কোনো জিনিস আছে কি যা থেকে আমি বিরত থাকবো? তখন

তিনি বললেন, কোনো (খাবার) জিনিস সম্পর্কে তোমার মনে যেন ঘৃণা সৃষ্টি না হয়। নাসারাগণ (খ্রিষ্টান) খাবার জিনিস সম্পর্কে ঐরূপ করেছিল (কিছু খাবার জিনিস ঘৃণাসহকারে হারাম করে নিয়েছেল)।

- আবু দাউদ, *আস-সুনান*, হাদিস নং-৩৭৪২।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الإِمَامُ ابْنُ مَاجَه ... ...حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ মুসআব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ স. বলেছেন ২ প্রকারের মৃত ও ২ প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। মৃত দুটি হলো– মাছ ও পঙ্গপাল/ফড়িং। আর রক্ত দুটি হলো– কলিজা (Liver/যকৃৎ) ও প্লিহা (Spleen)।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৩১৪।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী যে খাদ্যগুলো হালাল–

১. মৃত মাছ।
২. টিড্ডি তথা পঙ্গপাল বা ফড়িং জাতীয় প্রাণী।
৩. কলিজা (Liver/যকৃৎ) ও প্লিহা (Spleen)।

মানব শারীরবিজ্ঞান মতে, কলিজা ও প্লিহা রক্তের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই এ দুটি অঙ্গকে অপ্রবাহিত রক্ত বলা চলে।

হাদীস-৪

اخرج الامام الترمذى فى سننه أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ

الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ ﷺ فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসহাক ইবনে মানসুর রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল স. বলেছেন– সমুদ্রের পানি পবিত্র আর এর মৃত জীব হালাল।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদিস নং-৪৩৫১।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।
- হাদীসটির মতন কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الإِمَامُ ابْنُ مَاجَه... ... ...حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ... ...عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ.

ইমাম ইবনে মাজাহ রহ. জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমাদ ইবন আবদাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– সমুদ্র যে মাছকে বাইরে নিক্ষেপ করে অথবা সমুদ্রের পানি কমে যাওয়ার কারণে যে মাছ ওপরে চলে আসে তোমরা তা ভক্ষণ করবে। কিন্তু যে মাছ সমুদ্রে মরে ভেসে উঠে তোমরা তা খাবে না।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৭১।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

ব্যাখ্যা : মাছ মরার পর পচে গেলে সমুদ্রে ভেসে ওঠে। হাদীসটির বক্তব্য হলো–

১. সাগর, নদী, খালবিল, পুকুর ইত্যাদি থেকে ধরা জীবিত বা মরা কিন্তু টাটকা মাছ খাওয়া হালাল।
২. পচা মাছ খাওয়া হারাম।

হাদীস-৬.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجَةً فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُهُ.

ইমাম তিরমিযী রহ. যাহদাম আল-জারমী রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যায়িদ ইবন আখযাম আত-ত্বায়ী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– যাহদাম আল-জারমী রহ. থেকে বর্ণিত, আমি আবূ মূসা রা.-এর সামনে গেলাম। তিনি তখন মুরগির গোশত খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমার সামনে এগিয়ে এসো এবং খাবারে অংশগ্রহণ করো। কেননা, রসুলুল্লাহ স.-কে আমি **মুরগি** খেতে দেখেছি।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ১৮২৬।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-৬.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ... عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ .

ইমাম তিরমিযী রহ. আবূ মূসা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি হান্নাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ মূসা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স.-কে আমি **মোরগ** ভক্ষণ করতে দেখেছি।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ১৮২৭।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সম্পূরক তাই সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস ২টি অনুযায়ী মোরগ ও মুরগি খাওয়া হালাল।

হাদীস-৬.৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ... ... ... حَدَّثَنِي بُرَيْهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. বুরাইহ ইবন উমার ইবন সাফীনাহ রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি আল-ফাদল ইবন সাহল রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বুরাইহ ইবন উমার ইবন সাফীনাহ রহ. থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্র থেকে বর্ণিত, আমি রসুলুল্লাহ স.-এর সাথে হুবারার (দ্রুত দৌড়াতে পারে এমন **বৃহদাকার পাখি/উটপাখি**) গোশত খেয়েছি।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৭৯৯।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী উটপাখি খাওয়া হালাল।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ ... ... عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عُرَاقُ الشَّاةِ .

ইমাম আবূ দাউদ আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হারুন ইবন আব্দিল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় গোশত ছিল **ছাগলের হাড়ের গোশত**।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৭৮০।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী ছাগল খাওয়া হালাল।

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنْ أَبِي يَعْفُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا ، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَعْفُوْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ .

ইমাম বুখারী রহ. ইবন আবূ আওফা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ ওয়ালীদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবনু আবূ আওফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমরা নবী স.-এর সাথে সাতটি কিংবা ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা তাঁর সাথে পঙ্গপাল/ফড়িংও খাই। সুফ্ইয়ান, আবূ আওয়ানা ও ইসরাঈল এরা আবূ ইয়াফূর ইবনু আওফার সূত্রে বর্ণনা করেছেন সাতটি যুদ্ধে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫১৭৬।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী ফড়িং খাওয়া হালাল।

হাদীস-৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ ... ... عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً كُنَّا نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ وَلَا تَحِلُّ لَنَا ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فَكُلُوا فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا فَلَمَّا قَدِمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا مِنْهُ . فَأَرْسَلْنَا مِنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. জাবির রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির রা. থেকে বর্ণিত, একদা রসুলুল্লাহ স. কুরাইশদের একটি কাফেলাকে পাকড়াও করতে আমাদেরকে এক অভিযানে পাঠালেন। তিনি আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ

রা.-কে আমাদের অধিনায়ক বানালেন। তিনি আমাদের সাথে এক ব্যাগ খেজুরও দিলেন। এছাড়া আর কিছু আমাদের সাথে ছিল না। আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রা. প্রতিদিন আমাদের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিতেন। আমরা বাচ্চাদের মতো তা চুষে খেতাম। অতঃপর পানি পান করতাম। এভাবে আমরা রাত পর্যন্ত সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। আমরা নিজেদের লাঠি দিয়ে গাছের পাতা ঝরিয়ে তা পানিতে ভিজিয়ে খেয়েছি। জাবির রা. বলেন, আমরা সমুদ্রের কিনারা দিয়ে অগ্রসর হলাম। অতঃপর সমুদ্রের তীরে বালুর ঢিভির মতো একটি বস্তু দেখা গেল। আমরা গিয়ে দেখলাম, ওটা একটা সামুদ্রিক প্রাণী যার নাম আম্বর **(তিমি) মাছ।** আবূ উবাইদাহ রা. বলেন– এটা মৃত প্রাণী, আমাদের জন্য হালাল নয়। অতঃপর তিনি মত পাল্টিয়ে বললেন, না! বরং আমরা রসুলুল্লাহ স.-এর প্রতিনিধি এবং আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি। তোমরাও সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছ, সুতরাং এটা খাও। জাবির রা. বলেন, কেবল আমরাই সেখানে অবস্থান করেছিলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিনশো। আমরা প্রতিদিন তা খেয়ে মোটাতাজা হয়ে গেলাম। আমরা রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, ওটা ছিল রিযিক। যা আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তোমাদের সাথে এর গোশত অবশিষ্ট আছে কি? থাকলে আমাকে খাওয়াও। আমরা মাছের কিছু অংশ রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে পৌঁছালাম, তিনি তা খেলেন।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৭৪২।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী তিমি মাছ খাদ্য হিসেবে হালাল।

হাদীস-১০.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا. أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا. إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا.

ইমাম বুখারী রহ. আনাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ ওয়ালীদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. থেকে বর্ণিত,

আমরা 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে একটি **খরগোশ** ধাওয়া করলাম। তখন লোকজনও এর পেছনে ছুটল এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এরপর আমি সেটিকে ধরতে সক্ষম হলাম এবং আবূ তালহার কাছে নিয়ে এলাম। তিনি এটিকে জবেহ করলেন এবং তার পেছনের অংশ কিংবা তিনি বলেছেন দুই রান নবী স.-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা খেলেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫২১০।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-১০.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْدَاوُدَ ... ...عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا حَزَوَّرًا فَصِدْتُ أَرْنَبًا فَشَوَيْتُهَا فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَبِلَهَا.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মূসা ইবন ইসমাঈল রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, আমি ছিলাম একজন শক্তিশালী যুবক। আমি একটি **খরগোশ** শিকার করে তার গোশত ভুনা করলাম। আবূ তালহা রা. আমাকে এর পেছন দিকের গোশত নিয়ে নবী স.-এর কাছে প্রেরণ করলেন। আমি তা নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তা গ্রহণ করলেন (খেলেন)।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৯৩।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-১০.৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا . قَالَ فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ ﷺ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَهُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
আনাস ইবনু মালিক রা. বলেন, আমরা চলতে চলতে 'মারায যাহ্‌রান' নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে একটি **খরগোশকে** ধাওয়া করলাম। লোকজনও সেটাকে ধাওয়া করল এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তিনি বলেন, অবশেষে আমি ধাওয়া করে ওটা ধরে ফেলি এবং আবূ তালহার কাছে নিয়ে আসি। তিনি এটাকে জবেহ করলেন এবং পেছনের অংশ ও উভয় রান রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে পাঠালেন। আমি এগুলো রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে নিয়ে এলে তিনি তা গ্রহণ করেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫১৬০।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীস ৩টি অনুযায়ী খরগোশ খাওয়া হালাল।

হাদীস-১১.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ.

ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ইবনু ইসমাঈল রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন– দব্ব **(গুইসাপ সদৃশ প্রাণী/গিরগিটি)** আমি খাই না এবং হারামও বলি না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫২১৬।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-১১.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ...عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ

النِّسْوَةِ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ. فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لاَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ.

ইমাম বুখারী রহ. খালিদ ইবন ওয়ালীদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

খালিদ ইবনু ওয়ালীদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসুলুল্লাহ স.-এর সাথে মাইমুনা রা. এর গৃহে গেলেন। সেখানে ভুনা করা দব্ব **(গুইসাপ সদৃশ প্রাণী/গিরগিটি)** পেশ করা হলো। রসুলুল্লাহ স. সেদিকে হাত বাড়ালেন। এ সময় জনৈক মহিলা বলল– রসুলুল্লাহ স.-কে জানিয়ে দাও তিনি কী জিনিস খেতে যাচ্ছেন। তখন তারা বললেন– ইয়া রসুলুল্লাহ! এটি দব্ব। রসুলুল্লাহ স. শুনে হাত সরিয়ে নিলেন। খালিদ রা. বলেন, আমি বললাম– ইয়া রসুলুল্লাহ! এটি কি হারাম? তিনি বললেন– না, হারাম নয়। আমাদের অঞ্চলে এটি নেই। তাই আমি এটিতে রুচি পাই না। খালিদ রা. বলেন– এরপর আমি তা আমার দিকে এনে খেতে লাগলাম। আর রসুলুল্লাহ স. তাকিয়ে দেখছিলেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫২১৭।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-১১.৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ **بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ** فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ . قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আমি এবং খালিদ ইবনু ওয়ালীদ রা. রসুলুল্লাহ স.-এর সাথে মাইমূনা রা.-এর কাছে গেলাম। তখন **দব্বের (গুইসাপ সদৃশ প্রাণী/গিরগিটি) ভুনা** পরিবেশন করা হলো। রসুলুল্লাহ স. তা নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তখন মাইমূনাহ রা.-এর বাড়িতে উপস্থিত জনৈক মহিলা বললেন, রসুলুল্লাহ স. যা খেতে চাইছেন সে সম্পর্কে তোমরা তাঁকে জানাও। তখন রসুলুল্লাহ স. (খাবার থেকে) তাঁর হাত তুলে নিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল স.! এটা কি হারাম? তিনি বললেন, না। যেহেতু এটা আমাদের এলাকার প্রাণী নয়, তাই এতে আমার রুচি হয় না। খালিদ রা. বলেন, এরপর আমি তা টেনে নিয়ে খেলাম। রসুলুল্লাহ স. এ দৃশ্য দেখছিলেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫১৪৬।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-১১.৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ... ... ...عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا النَّبِيَّ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالُوا هُوَ ضَبٌّ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ. قَالَ فَقُلْتُ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. খালিদ ইবন ওয়ালীদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আল-কানাবিয়্যু রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রা. থেকে বর্ণিত, একদা রসুলুল্লাহ স.-এর সাথে মাইমূনাহ রা. এর ঘরে যান। সেখানে দব্ব (গুইসাপ সাদৃশ্য)-এর ভাজা গোশত আনা হলো। রসুলুল্লাহ স. তা নিতে হাত বাড়ালে মাইমূনাহর রা. ঘরে উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রীগণ বললেন, রসুলুল্লাহ স.-কে বলে দাও তিনি যা নিতে চাইছেন। তারা বললেন, এটা **দব্ব (গুইসাপ সদৃশ প্রাণী/গিরগিটি)**-এর গোশত। রসুলুল্লাহ স. তাঁর হাত গুটিয়ে নিলে খালিদ রা. জানতে চান এটা কি হারাম?

তিনি বললেন– না, এটা আমাদের এলাকায় পাওয়া যায় না। তাই আমি রুচি পাই না। খালিদ রা. বলেন, আমি হাত বাড়িয়ে নিয়ে তা খেলাম এবং রসুলুল্লাহ স. তা দেখলেন।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৭৯৬।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস ৪টির বক্তব্য পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে যে শিক্ষা পাওয়া যায়–

১. গুইসাপ সদৃশ প্রাণী/গিরগিটি খাওয়া হালাল।
২. রুচি না হওয়ার কারণে গুইসাপ সদৃশ প্রাণী/গিরগিটি তথা কোনো হালাল খাদ্য না খেলে গুনাহ হবে না।
৩. রুচি না হওয়ার একটি প্রধান কারণ হতে পারে নিজ বসবাস এলাকায় না থাকায় ছোটোবেলা থেকে না খাওয়া।
৪. রুচি না হওয়ায় নিজে না খেলেও হালাল খাদ্যকে হারাম বলা বা বলে প্রচার করা যাবে না।

হাদীস-১২.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ.

ইমাম বুখারী রহ. আসমা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হুমায়দী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আসমা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স.-এর যুগে আমরা একটি **ঘোড়া** জবাই করলাম এবং খেলাম।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫২০০।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-১২.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আসমা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল্লাহ ইবন নুমাইর রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আসমা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ স.-এর যুগে আমরা **ঘোড়া** জবাই করে খেয়েছি।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫১৩৭।
- ◆ হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : হাদীস ২টি অনুযায়ী ঘোড়া খাওয়া হালাল।

হাদীস-১৩

اخرج الامام الترمذى ... ... أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَصَابَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَأَتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ حَلَالٌ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنْتُمْ فَقَالَ لَنَا هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَاهْدُوا لَنَا فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

ইমাম তিরমিযি রহ. আবু কাতাদা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে ওহাব রহ. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি একটি **জেব্রা** শিকার করে সাথিদের কাছে নিয়ে আসেন, তখন তারা সকলে ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। আমরা তা খেয়ে একে অপরকে বললাম, এ ব্যাপারে রসুল স.-কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন ছিল। পরে আমরা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা ভালোই করেছ। তিনি আমাদেরকে আরও বললেন, তোমাদের কাছে কি এর অবশিষ্ট কিছু আছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা আমাকে হাদিয়া দাও। আমরা তা তাঁর কাছে নিয়ে আসলে তিনি তা থেকে খেলেন, আর তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

- ◆ তিরমিযি, *আস-সুনান*, হাদিস নং-৪৩৪৬।
- ◆ হাদিসের সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- ◆ হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-১৪.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ ... ...عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ **الضَّبُعِ** فَقَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রসুলুল্লাহ স.-কে **দবু' (নেকড়ে সদৃশ মাংসাশী বন্য জন্তু/গোবাঘ/হায়না)** সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন– এটা শিকারযোগ্য প্রাণী। ইহরাম অবস্থায় তা শিকার করলে একটি মেষ কুরবানী দিতে হয়।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৮০৩।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

হাদীস-১৪.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ...عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ **الضَّبُعُ** صَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ لَهُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ.

ইমাম তিরমিযী রহ. ইবন আবী আম্মার রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আহমাদ ইবন মানী' রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবুন আবী আম্মার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি জাবির রা.-কে প্রশ্ন করলাম, **দবু' (নেকড়ে সদৃশ মাংসাশী বন্য জন্তু/গোবাঘ/হায়না)** কি শিকারযোগ্য প্রাণী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন, আমি কি তা খেতে পারি? জাবির রা. বললেন– হ্যাঁ। প্রশ্নকারী আবার প্রশ্ন করেন– রসুলুল্লাহ স. কি তা বলেছেন? তিনি বললেন– হ্যাঁ।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ১৭৯১।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন কুরআনের সাথে সংগতিশীল হওয়ায় সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : ইসলামী বিধানে যে প্রাণী শিকারযোগ্য তা খাওয়া হালাল। তাই হাদীস ২টি অনুযায়ী **নেকড়ে সদৃশ মাংসাশী বন্য জন্তু/গোবাঘ/হায়না** খাওয়া হালাল।

খাদ্য সম্পর্কে কুরআনের বিপরীত হাদীস

খাদ্য সম্পর্কে কুরআনের বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী কিছু হাদীসও হাদীসের গ্রন্থসমূহে আছে। ঐ হাদীসের কয়েকটি নিম্নরূপ–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ সা'লাবা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সা'লাবা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. দাঁত বিশিষ্ট সর্বপ্রকার হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫২১০।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের বিপরীত।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ.

আবূ সা'লাবাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী স. হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫০৯৮।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের বিপরীত।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবন মুআজ আল-আম্বরীয়্যু রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ স. সব ধরনের হিংস্র জন্তু এবং সব ধরনের নখরধারী পাখি খেতে বারণ করেছেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫১০৩।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের বিপরীত।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন– সকল প্রকার হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫১০১।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের বিপরীত।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

ইমাম বুখারী রহ. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, খায়বারের দিনে নবী স. গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। আর ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে তিনি অনুমতি দিয়েছেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫২০১।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের বিপরীত।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

ইমাম মুসলিম রহ. জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তিত্রয় ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবুর রবী' আল-আতাকিয়্যু ও কুতাইবা ইবন সা'ঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. খায়বারের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫১৩৪।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের বিপরীত।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا.

ইমাম তিরমিযী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হান্নাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবন 'উমার রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. নাপাক বস্তু খাওয়া প্রাণীর (জাল্লালা) গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৭৮৫।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের বিপরীত।

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি হাম্মাদ ইবন জয়নাব থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–
জাবির ইবন আব্দিল্লাহ রা. বর্ণিত, তিনি বলেন– খায়বার বিজয়ের দিন আমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা জবাই করেছি। রসুলুল্লাহ স. আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করলেন, কিন্তু ঘোড়ার গোশত খেতে নিষেধ করেননি।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৭৮৯।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতনে 'রসুলুল্লাহ স. আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করলেন' অংশ কুরআনের বিপরীত।

হাদীস-৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي ... ...عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

ইমাম নাসাঈ রহ. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি কাছীর উবন উবাইদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–
খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. আমাদেরকে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। হায়ওয়াতের বর্ণনায় আছে, তিনি হিংস্র জন্তুর গোশত খেতেও নিষেধ করেছেন।

- নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৪৩৩২
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের বিপরীত।

হাদীস-১০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বিড়ালের গোশত খেতে এবং এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫১০৫।

- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের বিপরীত।

হাদীস-১১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ ... ...عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ .

ইমাম আবূ দাউদ রহ. আল-মিকদাম ইবন মা'দীকারির রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আল-মুছফ্ফা আল হিমসী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আল-মিকদাম ইবন মা'দীকারির রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেন– সাবধান! শিকারি দাঁতযুক্ত হিংস্র জন্তু, গৃহপালিত গাধা এবং চুক্তিবদ্ধ জিম্মির হারানো মাল খাওয়া হারাম। তবে সে তা পরিত্যাগ করে থাকলে ভিন্ন কথা। কোনো ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে মেহমান হিসেবে উপস্থিত হওয়ার পর তারা তাকে আতিথ্য না করলে সে আতিথ্যের পরিমাণ মাল তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৮০৬।
- হাদীসটির সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ।
- হাদীসটির মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের বিপরীত।

হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকার সমস্যা

ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, হারাম ও হালাল খাদ্যের তালিকা নিয়ে কুরআনে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, সেখানে খাদ্য তালিকা নিয়ে পরস্পরবিরোধী কোনো তথ্য নেই। কিন্তু হাদীসে সমস্যা আছে। কারণ, হাদীসগ্রন্থে হারাম ও হালাল খাদ্য নিয়ে পরস্পরবিরোধী সহীহ হাদীস আছে। এ সমস্যার সমাধান করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, হাদীস ইসলামী জ্ঞানের ২য় প্রধান উৎস। অন্যদিকে খাদ্য মানবজীবনের একটি মৌলিক বিষয়। তবে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্যের সাহায্য নিলে এ সমস্যার সমাধান করা মোটেই কঠিন নয়।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

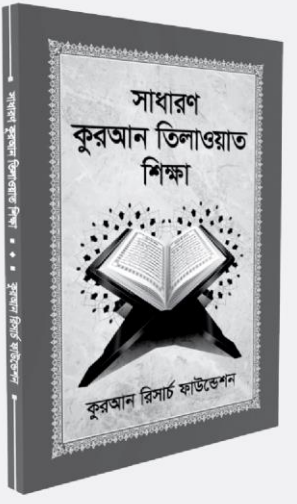

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বক্তব্য

আল কুরআন

তথ্য-১

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ . لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ . فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

যদি সে আমাদের নামে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার মহাধমনী (Aorta) কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারত।

(সুরা আল হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'যদি সে আমাদের নামে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে ধরে ফেলতাম' অংশের ব্যাখ্যা– বানিয়ে বলার অর্থ হলো প্রকৃত তথ্যের বিপরীত কথা বলা। তাই আয়াত দুটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রসুলুল্লাহ স. যদি কুরআনের কথা বলে কোনো বানানো বা মিথ্যা কথা বলতেন তাহলে মহান আল্লাহ তাঁকে ডান হাতে ধরে ফেলতেন। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ স.-কে শক্ত করে ধরে ফেলতেন।

'অতঃপর অবশ্যই আমরা তার মহাধমনী (Aorta) কেটে দিতাম' অংশের ব্যাখ্যা– মহাধমনী (Aorta) হলো সে ধমনী যেটির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত পুরো শরীরে প্রবাহিত হয়। ছবি দেখুন–

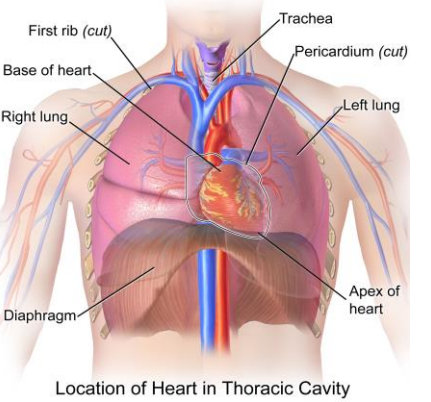

Location of Heart in Thoracic Cavity

মহাধমনী কেটে দিলে যেকোনো মানুষ ৩-৫ মিনিটের মধ্যে মারা যায়। তাই আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– রসুলুল্লাহ স. যদি কুরআনের নামে কোনো বানানো বা মিথ্যা কথা বলতেন তবে মহান আল্লাহ তখনই তাঁকে হত্যা করতেন।

'অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারত' অংশের ব্যাখ্যা– আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে– ঐ হত্যা থেকে রসুলুল্লাহ স.-কে পৃথিবীর কোনো মানুষ বা শক্তি রক্ষা করতে পারত না।

আয়াত চারটির সার্বিক শিক্ষা : আল কুরআনের বিপরীত কথা বলা রসুলুল্লাহ স.-এর ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না। তাই কুরআনের বিপরীত কোনো কথা রসুলুল্লাহ স.-এর হাদীস বা সঠিক হাদীস হিসেবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না। সে হাদীসের মানুষের দেওয়া নাম যেটিই হোক না কেন।

তথ্য-২

قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا .

(হে রসুল!) বলো, আমি নিশ্চিত আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই) এবং আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না।

(সুরা আল জ্বিন/৭২ : ২২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে রসুলুল্লাহ স.-এর মুখ দিয়ে বলানোর মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– রসুলুল্লাহ স. আল্লাহর অবাধ্য হলে তাঁকে আল্লাহর শাস্তি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহর ছাড়া তিনি কোনো আশ্রয়ও পাবেন না। রসুলুল্লাহ স. আল্লাহর অবাধ্য হতে পারেন না এবং বাস্তবে তিনি কখনও আল্লাহর অবাধ্য হননি।

কুরআনের বিপরীত কথা বলা অর্থ আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। তাই আলোচ্য আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায়– কুরআনের বিপরীত কোনো কথা রসুলুল্লাহ স.-এর হাদীস তথা সঠিক হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সে হাদীসের প্রচলিত নাম যাই হোক না কেন।

তথ্য-৩

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَیَّنُوْۤا اَنْ تُصِیْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِیْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছো! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তা যাচাই করে নেবে। না হলে অন্ধঅনুসরণের কুফলে তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসবে। অতঃপর তোমরা কৃতকর্মের জন্য অনুতাপকারী হবে।

(সুরা আল হুজুরাত/৪৯ : ৬)

ব্যাখ্যা : বনী মুস্তালিক নামক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলে রসুল স. সাহাবী ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠান। তিনি ঐ এলাকায় পৌঁছে কোনো কারণে ভয় পান এবং গোত্রের লোকদের সাথে কথা না বলে ফিরে যান। মদিনায় ফিরে তিনি রসুল স. এর কাছে অভিযোগ করেন যে, লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। রসুল স. এ কথা জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং ঐ গোত্রকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন বা সেনাবাহিনী পাঠান। এ সময় ঐ গোত্রের সরদার হারিছ ইবনে জিরার একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে এসে আল্লাহর কসম খেয়ে রসুল স.-কে জানান আমরা ওয়ালীদকে দেখিনি। আর যাকাত দিতে অস্বীকার করা বা হত্যা করতে চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ তথ্য জানার পর রসুল স. সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

(সিরাত ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা-২৩৭, ইবনে কাছীর, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯)

আল কুরআনে ফাসিক শব্দটি দুর্বল মু'মিন, গুনাহগার মু'মিন, কাফির ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো– কাফির, জালিম, গুনাহগার মু'মিন এমনকি কোনো সাহাবীর কাছ থেকে কোনো কথা শোনার পর যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার আগে সত্য বলে গ্রহণ করা এবং তার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া অবৈধ।

বর্তমান যুগের মুসলিমরা যেসব গ্রন্থ পড়ে হাদীস শেখেন তার কোনোটির লেখকের রসুল স.-এর সাথে দেখা হয়নি। প্রচলিত অধিকাংশ হাদীস হলো রসুল স.-এর কথার চার (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে-তাবে-তাবেয়ী) স্তরের মুখ ঘুরে আসা ৫ম থেকে ১০ম ব্যক্তির মুখ থেকে শোনা কথার লিখিত রূপ। আর হাদীস প্রকৃতপক্ষে লেখা হয়েছে রসুল স.-এর ইন্তিকালের প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ বছর পর। অন্যদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি (রাবী) তার আগের স্তরের ব্যক্তির বলা কথাকে নিজে যা বুঝেছেন তা নিজস্ব শব্দে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ভাব বর্ণনা। আবার হাদীসকে সহীহ বলা হয় সনদের (বর্ণনা ধারার) নির্ভুলতার ভিত্তিতে।

মতনের (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয় (এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরে আসছে)। তাই আলোচ্য আয়াতটি অনুযায়ী কুরআন দিয়ে যাচাই করার মাধ্যমে কুরআন বিরোধী নয় প্রমাণিত হওয়ার আগে প্রচলিত সহীহ হাদীসকে রসুল স.-এর হাদীস বা সঠিক হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

তথ্য-৪

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذۡنِ اللّٰهِ ... ...

আমরা কোনো রসুল প্রেরণ করিনি যাকে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া আনুগত্য করা হবে। ... ...

(সুরা আন নিসা/৪ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি হলো আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/নীতিমালা/বিধানের অনুসরণ। তাই আয়াতাংশের বক্তব্য হলো– আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ছাড়া রসুলুল্লাহ স.-এর আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আল্লাহর তৈরি ঐ প্রোগ্রামে থাকা প্রধান ৩টি বিষয় হলো–

১. রসুলুল্লাহ স.-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করতে হবে। ব্যাখ্যা কখনো মূল বক্তব্যের বিপরীত হয় না। তাই কুরআনের বিপরীত কথাকে রসুল স.-এর হাদীস হিসেবে মানা যাবে না।
২. রসুলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন তাঁর থেকে সরাসরি শুনলে বা দেখলে তা অনুসরণ করতে হবে।
৩. রসুলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন অন্য কারো কাছ থেকে শুনলে বা দেখলে বিষয়টি সত্যিই তিনি বলেছেন বা করেছেন কি না সেটি আগে নিশ্চিত হতে হবে। তারপর অনুসরণ করতে হবে।

তাই আলোচ্য আয়াতটি অনুযায়ীও কুরআন দিয়ে যাচাই করার মাধ্যমে কুরআন বিরোধী নয় প্রমাণিত হওয়ার আগে প্রচলিত সহীহ হাদীসকে রসুল স.-এর হাদীস বা সঠিক হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

তথ্য-৫

قُلۡ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الۡفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَالۡاِثۡمَ وَالۡبَغۡىَ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ وَاَنۡ تُشۡرِكُوۡا بِاللّٰهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهٖ سُلۡطٰنًا وَّاَنۡ تَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ.

বলো, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে শরীক করা যার কোনো প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা (নির্ভুল কি না তা) তোমরা জানো না।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ৩৩)

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন এমন কয়েকটি কাজের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাজগুলো হলো–

- প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীল কাজ।
- পাপ কাজ।
- অন্যায় বাড়াবাড়ি।
- শিরক করা।
- আল্লাহ তথা কুরআন বা ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলা যা নির্ভুল কি না তা ব্যক্তির জানা নেই।

এ আয়াত অনুযায়ী যে সকল কাজ হারাম তার একটি হলো– এমন কথা বলা যার নির্ভুলতার ব্যাপারে ব্যক্তি নিশ্চিত নয়। তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়– একটি কথা সত্য/নির্ভুল কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে প্রচার করা হারাম তথা কবীরা গুনাহ। কারণ, কথা বা তথ্যটি যদি ভুল হয় তবে তাতে ব্যক্তি ও সমাজের বিপুল ক্ষতি হয়ে যাবে।

তাই আলোচ্য আয়াতটি অনুযায়ীও কুরআন দিয়ে যাচাই করার মাধ্যমে কুরআন বিরোধী নয় প্রমাণিত হওয়ার আগে প্রচলিত সহীহ হাদীসকে রসুল স.-এর হাদীস বা সঠিক হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ... ...

... مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الْأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ. فَقُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا

قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ [الجن:] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আলী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– বর্ণনাধারার ২য় ব্যক্তি হারেস রা. বলেন, আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত। তখন আমি আলী রা.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম– হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি দেখছেন না যে, লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত? তিনি বললেন– তারা কি তা করছে? আমি বললাম– হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন তিনি (আলী রা.) বললেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাকো! অচিরেই মিথ্যা হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম– হে আল্লাহর রসুল! তা থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন– আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যতকালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলি ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারবশত পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।

আর **যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন।** তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ী সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকায় পড়ে না। তা দিয়ে আলিমগণের তৃপ্তি মেটে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল– নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি,

যা সৎপথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে ডাকল সে স্থায়ী পথের দিকে ডাকল।

- তিরমিযী, *আস-সুনান* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-২৯০৬।
- হাদীসটির সনদ শাহেদ হাদীসের ভিত্তিতে সহীহ।
- হাদীসটির মতন কুরআন ও অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সম্পূরক তথা সহীহ।

অংশভিত্তি ব্যাখ্যা

'কুরআন সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী' অংশের ব্যাখ্যা : এ অংশ থেকে জানা যায় যে, কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক না কেন তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, হাদীস, ফিকহ ইত্যাদি যাই হোক না কেন। সুতরাং এ অংশের আলোকে সহজে বলা যায়– জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন হলো মূল এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভুল উৎস।

'যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা : বক্তব্যটির অর্থ এটি নয় যে, কুরআন ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ যেমন হাদীস, ফিকহ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞানার্জন করা যাবে না। কারণ, কুরআন ও রসুল স.-এর অন্য হাদীসে এ বিষয়গুলোর জ্ঞানার্জন করতে বলা হয়েছে। তাই এ কথার অর্থ হবে– অন্য যেকোনো গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করা যাবে তবে সে জ্ঞানার্জন করতে হবে কুরআনের জ্ঞানার্জন করার পরে বা কুরআনের জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে। কারণ, কেউ যদি শুধু অন্য গ্রন্থ পড়ে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে তবে অন্যগ্রন্থে কোনো ভুল তথ্য থাকলে সেটি সে বুঝতে বা ধরতে পারবে না। সে ভুল মৌলিক হলে তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তাই হাদীসটি অনুযায়ী কুরআন দিয়ে যাচাই করার মাধ্যমে কুরআন বিরোধী নয় প্রমাণিত হওয়ার আগে প্রচলিত সহীহ হাদীসকে রসুল স.-এর হাদীস বা সঠিক হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই চাই সে ইয়াহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, নিশ্চয় সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৪০৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় রসুলুল্লাহ স. আল্লাহ তা'য়ালার কসম খেয়ে হাদীসটি বলা শুরু করেছেন। রসুলুল্লাহ স. সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো– রসুলুল্লাহ স.-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য তথা রসুলুল্লাহ স.-এর হাদীস শোনা। আর রসুলুল্লাহ স.-কে প্রেরণ করা হয়েছে তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে মানুষকে শেখানোর জন্য। অন্যদিকে ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো– যে রসুল স.-এর হাদীস শুনবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং সে জ্ঞানকে প্রকাশ্য বা গোপনে বিশ্বাস করে ঈমান না এনে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে। গোপন ঈমান আনা বিষয়টি অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের জন্য প্রযোজ্য।

হাদীস হলো ইসলামী জ্ঞানের ২য় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর রসুল স. যাদের সামনে কথাটি বলেছিলেন তারা ছিলেন আরব। অর্থাৎ তারা রসুল স.-এর কথা শুনে বুঝতে পারতেন। তাহলে রসুল স. কেন এ কথাটি বলেছেন তা সকলের, বিশেষ করে বর্তমান যুগের মুসলিমদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

কারণগুলো হলো–

১. জাল/মিথ্যা হাদীস ধরতে না পারা

কুরআনের সকল বক্তব্য নির্ভুল। পৃথিবীর অন্যকোনো গ্রন্থ নির্ভুল নয়। তাই কোনো ব্যক্তি কুরআন না জেনে হাদীস পড়লে ইচ্ছাকৃতভাবে বলা মিথ্যা হাদীস বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বলা ভুল হাদীস ঐ ব্যক্তি ধরতে পারবে না। আর তাই তিনি জাল হাদীসের ওপর আমল শুরু করে দেবেন। বিষয়টি যদি মৌলিক হয় তবে ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

২. ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয় পার্থক্য করতে না পারা

কুরআনে আছে আল্লাহ তা'য়ালার বলা শব্দে বর্ণিত ইসলামের–

- সকল মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়।
- একটি মাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত)।

অন্যদিকে সুন্নাহ বা হাদীসের বৈশিষ্ট্য হলো–

- হাদীসগ্রন্থে আছে ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক উভয় বিষয়।
- হাদীসগ্রন্থের সকল ফে'য়লী হাদীস (রসুল স.-এর কাজের বর্ণনা ধারণ করা হাদীস) ভাব বর্ণনা।
- হাদীসগ্রন্থের প্রায় সব কওলী হাদীস (রসুল সা.-এর কথা ধারণ করা হাদীস) ভাব বর্ণনা। প্রথমে রসুল স. নিজস্ব শব্দে একটি কথা বলেছেন। তারপর সাহাবীগণ সে কথাগুলোকে শুনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে যা বুঝেছেন তা নিজ শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপন করে প্রচার করেছেন। আমাদের গবেষণায় একজন সাহাবীর একাধিক গ্রন্থে থাকা একই বক্তব্য বিষয় (মতন) সংবলিত হাদীসের বর্ণনায় বা দুইজন সাহাবীর একটি গ্রন্থে থাকা একই বক্তব্য বিষয় (মতন) সংবলিত হাদীসের বর্ণনায় শব্দ একই পাওয়া যায়নি।
- সাহাবীগণ অধিকাংশ হাদীস জেনেছেন অন্য একজন সাহাবীর কাছ থেকে শোনার মাধ্যমে। কারণ, সকল সাহাবীর ২৪ ঘণ্টা রসুল স.-এর সাথে থেকে হাদীস সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শোনা সম্ভব ছিল না।
- বর্তমান যুগের মুসলিমরা যেসব গ্রন্থ পড়ে হাদীস শিখেছেন তা হলো রসুল স.-এর কথার চার (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে-তাবে-তাবেয়ী) স্তরের ৫ থেকে ১০ জন ব্যক্তির মুখ ঘুরে আসা শোনা কথার লিপিবদ্ধ রূপ। অন্যদিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি (রাবী) তার আগের স্তরের ব্যক্তির বলা কথাকে নিজে যা বুঝেছেন তা নিজস্ব শব্দে বর্ণনা করেছেন।

তাই শুধু হাদীস পড়ে কেউ ইসলাম জানলে ব্যক্তি–

১. মিথ্যা হাদীস ধরতে ব্যর্থ হবে।
২. ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না। ফলে তার ইসলাম পালনে মৌলিক ত্রুটি থাকবে। আর এর ফলস্বরূপ তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

এসব কারণে কুরআন নাযিল হওয়ার প্রথম দিকে রসুল স. সাহাবীগণকে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। এ বিষয় সম্পর্কিত হাদীস গ্রন্থসমূহে আছে।

তাই হাদীসটি অনুযায়ীও কুরআন দিয়ে যাচাই করার মাধ্যমে কুরআন বিরোধী নয় প্রমাণিত হওয়ার আগে প্রচলিত সহীহ হাদীসকে রসুল স.-এর হাদীস বা সঠিক হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ বিন মুয়াজ আল-আনবারী থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– মানুষের মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট যখন সে শোনা বিষয় যাচাই-বাছাই ছাড়া বর্ণনা (প্রচার) করে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটি অনুযায়ীও কুরআন দিয়ে যাচাই করার মাধ্যমে কুরআন বিরোধী নয় প্রমাণিত হওয়ার আগে প্রচলিত সহীহ হাদীসকে রসুল স.-এর হাদীস বা সঠিক হাদীস হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

হাদীসগ্রন্থের তথ্য

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে একটি হাদীসের সনদ নিম্নের ৫টি শর্ত পূরণ করতে পারলে সে হাদীসটি সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য হবে–

১. সনদ মুত্তাসিল হতে হবে।
   অর্থাৎ শেষ বর্ণনাকারী থেকে রসুলুল্লাহ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে বর্ণনাকারী থাকতে হবে।
২. সকল বর্ণনাকারী আদেল তথা সৎকর্মশীল এবং পরিচিত মানুষ হতে হবে।
৩. সকল বর্ণনাকারী প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী হতে হবে।

৪. শায হবে না।
যে হাদীসের মতন অধিক শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বলা হাদীসের মতনের বিপরীত সে হাদীসকে শায হাদীস বলে।

৫. মুয়াল্লাল হবে না।
সনদে সূক্ষ্ম ত্রুটি (যা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ ছাড়া কেউ ধরতে পারে না) থাকা হাদীসকে মুয়াল্লাল হাদীস বলে।

শায হাদীস বলে সে হাদীসকে যার বক্তব্য বিষয় অন্য একটি অধিক শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বলা সহীহ হাদীসের বক্তব্যের বিপরীত। তাই শায হাদীসে মতন (বক্তব্য বিষয়) দেখা হলেও গুরুত্ব পেয়েছে সনদ (বর্ণনাধারা)। অন্যদিকে **মুয়াল্লাল হাদীস** হলো সে হাদীস যার সনদে এমন সূক্ষ্ম ত্রুটি আছে যা বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া কেউ ধরতে পারে না। তাই প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে সনদ নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝায়। মতন নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝায় না।

সম্মিলিত শিক্ষা

ওপরে উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হশাস্ত্রের তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– আল কুরআনের বিপরীত কোনো কথা বলার অনুমতি, অধিকার বা ক্ষমতা কোনোটিই রসুল স.-এর ছিল না। আর কুরআনের বিপরীত কোনো কথা বললে মহান আল্লাহ সাথে সাথে রসুল স.-কে হত্যা করে ফেলতেন। আর তাই আল কুরআনের বিপরীত বক্তব্য (মতন) ধারণকারী কোনো হাদীস রসুল স.-এর হাদীস তথা নির্ভুল হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সে হাদীসের প্রচলিত নাম যাই হোক না কেন। হাদীস গ্রহণযোগ্য হতে হলে তার মতন হতে হবে কুরআনের সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত।

হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকার সমস্যার সহজ সমাধান

ইতোমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি–

১. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা নিয়ে মুসলিমদের সমস্যা হয়েছে হাদীস নিয়ে, কুরআন নিয়ে নয়। আর সমস্যাটি হলো খাদ্য নিয়ে পরস্পরবিরোধী সহীহ হাদীস থাকা।

২. প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে হারাম ও হালাল খাদ্য নিয়ে কিছু সহীহ হাদীস আছে যার মতন (বক্তব্য বিষয়) কুরআনের সাথে সংগতিশীল। আর কিছু সহীহ হাদীস আছে যার মতন কুরআনের বিপরীত।

৩. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে সনদ (বর্ণনাধারা) নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝায়, মতন (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝায় না।

তাই হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা নিয়ে মুসলিমদের সমস্যার সহজ সমাধান হলো– কুরআনের সাথে সংগতিশীল সহীহ হাদীসগুলো গ্রহণ করা এবং কুরআনের বিপরীত সহীহ হাদীসগুলো গ্রহণ না করা। আর কুরআন ও কুরআনের সাথে সংগতিশীল সহীহ হাদীসগুলোর ভিত্তিতে হারাম ও হালাল খাদ্যের নতুন তালিকা তৈরি করা এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

শেষ কথা

প্রিয় পাঠকবৃন্দ

হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা নিয়ে কুরআন ও হাদীসে (ইতোমধ্যে উল্লিখিত) চমৎকার তথ্য আছে সেটি আমারও আগে জানা ছিল না। কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করার পর বিষয়টি জানতে পেরে জাতিকে বিষয়টি জানানো বিশেষ প্রয়োজন মনে হলো। তাই আমি শুধু কুরআন ও হাদীসের তথ্যগুলো জাতির সামনে উপস্থাপন করেছি। যেকোনো আকল/Common sense/বিবেক সম্পন্ন মানুষ তথ্যগুলো দেখলেই বিষয়টি বুঝতে পারবেন। আর যারা সিদ্ধান্ত দেওয়ার স্তরে আছেন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে জাতিকে পথনির্দেশনা দেবেন বলে আশা রাখি।

ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলে খুশি হবো এবং সেগুলো সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ। দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

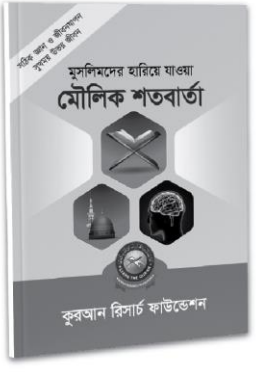

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১